

Micro 2. 1. 1. 1.

শ্রীকীর্ত্তনপ্রসাদ বিজ্ঞানবিনোদ এম, এ. রচিত

আলিবাবা

(রক্তমাট্য)



ডি. এম. লাইব্রেরী/৪২ বিধান সরণী/কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ—১৮৯৭

প্রথম ডি. ম. সংস্করণ—আগষ্ট ১৯৮৫

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

প্রথম প্রিন্টিং-২০.১১.১৮৯৭
স্বামিক প্রিন্টিং।

দাম—৬.০০

ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে আশি
গোপাল মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ ভারতী প্রেস, ২০৬ বিধা
সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

—পাত্র—

আলিবাবা.....

কাসিম.....আলিবাবার ভ্রাতা ।

হসেন.....আলিবাবার পুত্র ।

আবদালা.....খোজা ক্রীতদাস ।

মুস্তাফা.....অনেক মুচী ।

কম্বা-সর্দার, দস্যগণ, বান্দাগণ, ইয়ারগণ ও হাকিম ।

—পাত্রী—

ফাতিমা.....আলিবাবার স্ত্রী ।

সাকিনা.....কাসিমের স্ত্রী ।

মরজিনা.....ঐ ক্রীতদাসী ।

বান্দীগণ, প্রতিবেশীগণ ও নর্তকীগণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কাগিমের ঘৃহপ্রাঙ্গণ । মনুজিনার প্রবেশ]

(গীত)

ছি ছি এস্তা জঞ্জাল

এস্তা বড় বাড়ী এস্মে এস্তা জঞ্জাল ।

হব্দম্ লাগতা ঝাড়ু তববি আয়সা হাল্ ॥

অন্দরমে বাহারমে সবমে সমান,

জঞ্জাল পূরা ছয়া বরবাদ তামাম্ ;

ময়লা মোকাম্—

বড়ি ময়লা মোকাম্

ময়লা মনিম্ মেরা—লেংরা বেচাল ।

দিল্ ময়লা বিবি মেরা হাজির হামেহাল ॥

আবদালা ! আবদালা !

আব । (নেপথ্যে) হুকুম—জনাব—খোদাবন্দ !

(আবদালার প্রবেশ ও গীত)

আয়া হুকুম বরদাদ্ ।

আয়া হুকুম বরদাদ্ ॥

বড়ি কামপিয়ারা হরদম্, লেও ভরপুর কামদার ॥

দেখো বেস্তা কালা রং

আখের তেস্তা জবর চ,

সারা ষট্-পট্, কাম কর নেওয়লা সাঁচা সমজদার ।

বহু খোসমেজাজি রাজি বিবি মালিক মহলাদার ॥

(গীতান্তে) আ রে কে ও ? বেগম সাহেব ? মনুজিনা বাহুয় ?

মন্ । যে দিন বেগম হব, সে দিন তোকে হাজার কোড়া লাগাব ।

আব। আঃ বাঁচলেম! বড় সখ ছিল, একদিন তোমর হাতের কোড়া ধাই।
আল্লার কিরে, ব'লে রাখছি যখন বেগম হবি, তখন তোকে পিঠটে জায়গির দেব।

মরু। বড় মস্করা কচ্চিস্ যে! আমি কি বেগম হ'তে পারি না?

আব। দেখ বাঁদী—খুড়ি, বিবি খুড়ি, রোগ নেই, শোক নেই—থোস্-মেজাজে
বহাল তবিয়েতে, হেসে হেসে ম'রে যাব, সেটা কি দেখতে ভাল হবে? ও কথা
ছাড়ান দাও, বিবি সাহেব, ও কথা ছাড়ান দাও।

মরু। ফের মস্করা! তবে আমি যেমন ক'রে পারি বেগম হব।

আব। আমিও কঠায় কঠায় মার খাব।

মরু। আমি বেগম হয়েছি জেনে রাখ।

আব। ইস্! তাই বটে, আমার পিঠটে সড় সড় করছে!

সাকিনা। (নেপথ্যে) মরুজিনা!

মরু। বিবি সাহেব!

আব। মরুজিনা একটু আড়াল কর, পানাই।

মরু। চলি কেন? একটা কথা আছে, শোন না!

আব। এর পর বিবিজান, আমার হাই উঠছে! বেগম সাহেবের হাক

নুলেই আমার (নিজের অভিনয়) তোবা তোবা।

[প্রস্থান।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। কোথায় তুই মরুজিনা?

মরু। হুম্ব, বিবি সাহেব!

সাকিনা। আবদালা পাজি কোথায় গেল?

মরু। তোমার কথা শুনে পালল।

সাকিনা। কাসিমকে ব'লে তাকে বেচে কেন্দুতে হবে। তার বড় আশ্পর্দা

ভেদে।

মরু। কোন কাজ আছে কি?

সাকিনা। একবার আলির স্ত্রীর কাছে যাও। ব'লে আয়, আজ আমাকে

পাঁচ মল কাঠ দিতে হবে।

মল। আচ্ছা।

[প্রস্থান]

(কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। দেখ বাজারে যখন কাঠ বেলে, তখন আলির জীর সঙ্গে ঋণিষ্ঠতা কচ্ছে কেন ?

সাকিনা। আপনার জা—তার সঙ্গে ঋণিষ্ঠতা করতে দোষ কি ?

কাসিম। না, সে সব হবে না। ও মাগীকে দেখলে আমার সর্কাক ভায়। শুধু এটাই কেন, ও মাগীর ডালপালা সব। আলিটাকেও দেখতে পছন্দ করি না। সে কাঠুরে, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি ?

সাকিনা। সে ত তোমার ভাই।

কাসিম। না না, আমি ওমরাও—সে কাঠুরে, কাঠুরের সঙ্গে ওমরাও সম্পর্ক রাখতে গেলে কোরাণবচিৎ দোষ হয়।

সাকিনা। ভাগিা-বস্তুরের বিষয় পেয়েছিলে, তাইতে ভাইয়ের মল উড়িয়ে দিলে। নইলে তোমারও যে কাঠ বইতে বইতে মাথায় টাক পড়ত।

কাসিম। সেটা তোমার অদৃষ্টে নয়—আমার অদৃষ্টে। আমাকে করেছিলে, তাই তোমার বাপের ছেলে হয় নি। নইলে আর কারও হাতে ছেলে ছেড়ে ছেলের চোন্দপুরুষ হয়ে যেত। আমার নসীবে ওমরাওগিরী আমি ম'রে ম'রেও ওমরাও হ'তুম; কিন্তু তোমাকে বিবিজান আঙ্গল কাঠ হয়ে থাকতে হ'ত। যাক, শোন, আলির জীর সঙ্গে বেশী মাখামাখি ক'র না।

সাকিনা। তুমি দেখছি নেহাত গাঙোল। আমায় কি তেমন মেয়ে যে, কারও সঙ্গে বিনা কাজে মাখামাখি করি ?

কাসিম। তা জানি, তা জানি, তুমি আমার তেমন মেয়ে নও, তা কি না ? তবে সে মাগী থাকে থাকে আমাদের বাড়ী আসে কেন বলতে পার ?

সাকিনা। আমি আলির জীর কাছে কাঠ ধরিত্ত করি। বাজারে মেড়া সন্ডায় পাই।

কাসিম। বটে, বটে!

সাকিনা। আর খাটা গুঁড়ির কাঠ, ডালপালা নেই।

কাসিম। বটে, বটে।

সাকিনা। আর দশ বার সের ফাউ।

কাসিম। বটে, বটে।

সাকিনা। আর ফাঁকি-ফুকি দিয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলে, দু'বার গায়ে হাত
য়ে আরও দশ বার সের—

কাসিম। বটে, বটে, বল কি? আমি যে হাসি রাখতে পারছি নি।

সাকিনা। তার পর হিসেবের সময় গোলমালে সিকি বাড়। বুঝলে মিয়া
বু?

কাসিম। (উচ্চহাস্য)

সাকিনা। এখন বল, তার সঙ্গে মাথামাথি ক'রে কি মন্দ কাজ করেছি?

কাসিম। মন্দ—কোন বে-আকুফ বলে মন্দ? খাসা কাজ, তোফা
! এ রকম কাজ বুঝ কর। কিন্তু দেখো, যেন ভুলে তাকে নেমস্তন্ন
বল না।

সাকিনা। আমি কি ভোলবার মেয়ে?—

কাসিম। তাই ত, তাই ত, তুমি কি আমার ভোলবার মেয়ে—তবু কি
সাবধান ক'রে রাখছি। থাক্তির পেট গোত্রাসে গিলবে। বুঝেছ বিবি,
বনের খোরাক একলা মেয়ে দেবে। সাবধান! সাবধান!

সাকিনা। ভয় নেই, ভয় নেই—তুমি খানার বন্দোবস্ত কর। ক্লায়ে ক'জন
বে?

কাসিম। বেশী নয়।

সাকিনা। তবে এই বেলা আয়োজন কর।

কাসিম। আমি চল্লম।

সাকিনা। এস তাই এস।

(মরুজিনা ও ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা ।

(গীত)

(ও মোর দিদি) কেনে ভাক দিছিল মোকে ।

আমার কি ছাই আগুন পোষায় এ বিহানের কোঁকে ॥

বেতের বেলি মরদ কাটে কাঠ,

বিহান্ হলি আমার বাড়ে নাট,

ভিজ্জে কাঠ বাছি কি ঝুঁটে বেচি

(বুন) হয় মহা ঝগ্গাট

এটা করতে, হয় না গুটা সে মরে বোকে ॥

কেন বোন, এমন অসময়ে আমায় ডেকে পাঠিয়েছ ?

সাকিনা । এই বোন, আমাকে আজ পাঁচ মশ কাঠ পাঠিয়ে দিতে হা
হয় কত পড়বে ?ফতিমা । তোমার কাছে আবার দর কি দিদি ? অম্নিই দিতে হয়, না
কি আমাদের বড় টানাটানি, দিন গুজরানই হয় না, তাই তোমার ঝ
নেঞ্জা ।সাকিনা । তা কেন ভাই, বাজারেই যখন আমাদের কিন্তে হয়, ও
তুমি আপনার জন, যাতে দু' পয়সা পাও, তা আমাদের দেখা উচিত
কি ? এতে যদি দু' পয়সা বেশী যায়, সেও বি আছা । বাজারে টাকায়
মশ মশ সের করে ভাল হুঁদরীর গুঁড়ী চেলা পাওয়া যায় । তা তুমি
সওয়া তিক মশ করেই দিও । তোমাকে দু' এক পয়সা বেশী দিলে ত
জলে পড়বে না । তোমার কাছে যদি গুজনেও কম পাই, সেও বি আছা ।

ফতিমা । তোমার বোন এমনি ভালবাসাই বটে ! •

সাকিনা । তা হ'লে দর হ'ল কত ? তিন মশ মশ সের, এক টা
তার ওপর মশ সের কম দু' মশ । তা হ'লে মশ সেরের দামটা আগে বাহ
নাও । তা হ'লে হ'ল সিরে চার আনা কম এক টাকা ; তার ওপর

ছ' মশ—এক টাকার কাঠের চেয়ে এক মশ মশ সের কম। তা হ'লে বাব বাব আরও ছ' আনা। তোমার তা হ'লে পাণ্ডনা হয়—খাটি মশ আনা। মক্ক সে, তোমার সঙ্গে আর দর করব কি, ছ' পয়সা না হয় বেশী হ'ল। তা হ'লে তোমার পাণ্ডনা হ'ল এক টাকা ছ'পয়সা। কাঠ এনে দিয়ে পয়সা নিয়ে যাও।

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। আর দেখ, তার সঙ্গে ছ' চারখানা গরাদ যদি থাকে পাঠিয়ে দিও ত। হুঁ দরীর কয়লায় শোলাও রাখাল বড় গরম হয়। তোমার ভান্বরের কমন অবলের খাত—সয় না। বুঝেছ?

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। আর বুড়ি ঝানেক কাঠের চোকলা সেই সঙ্গে যদি পার পাঠিয়ে দিও। তোমার ভিজ়ে হুঁ দরী, উলুন ধরাতে বড় কষ্ট—ফুঁ পাড়তে হয়—গ্নাথা ধরে।

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। মূটে ভাড়াটা তুমি দেবে, না—আমি দেব?

ফতিমা। যা বল।

সাকিনা। থাক, সে তুমিই দিও; তুমি ত আমার পর নও। যাও, গ'গির পাঠিয়ে দাও। মরুজিনা, কাঠগুলো সৰু সৰু দেখে ওজন করে নিস। কাঠ নিয়ে হাতে হাতে দাম চুকিয়ে দিস। আমি আসি তাই, আমি লেহুড় পাথতে ভাল বাসি না। [প্রস্থান।

মরু। দেখ বাছা, তোমার সঙ্গে বগড়া করতে ইচ্ছে করে।

ফতিমা। কেন বাছা?

মরু। না থাক, আমি বাদী—মনিষের কথায় বাদীর মতামত প্রকাশ করা চিত্ত নয়।

ফতিমা। কাঠের দামের হিসাবের কথা বলছ?

মরু। তুমি বড় বোকা!

ফতিমা। বোকা নই না, বোকা নই।

আলিবাবা

মরু। তা হ'লে বুঝতে পেরেছ ?

ফতিমা। বোকা হইলে কি মা গরীবের সংসার ঝোপে ঝোপে চালাতে পারি ?
শাপনার অন—বুঝেই বা কি করব ? তুমিই বল না !

মরু। তুমি বুঝেছ ! তা' হ'লে তোমাকে সেলাম। চল। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বনপ্রান্তস্থ কুটার। আলিবাবা, বাল্য বালকগণ ও হসেন।]

বালক।—

(গীত)

আয়ু রে ভাই কাঠ কাটাগে কটাকট্।

নইলে বেত লাগাবে পাটাপট্।

মারিসনে কুক্কুকিয়ে বা—

মোটা গুঁড়ি তাতে সানবে না।

ঘুরিয়ে কুড়ুল খুব জোরে লাগা—

কাঁচা ডাল কুপিয়ে কাটি, তুকুনো ভাঙ্গি মটামট্।

হসেন। হাঁ বাবা, এমন অসময়ে যে আজ কাঠ কাটতে চলেছ ?

আলি। কি করি বাবা ! তোমার গর্ভধারিণী যে রকম ব্যবসার সূত্রপাত
করেছেন, তাতে ঘরে থাকা আর সহ্য নাই। বৃষ্টি বনে চিরবসবাস করতে হয়।

হসেন। কেন ?

আলি। ওই যে আসছেন, ওঁরই মুখে শুনেই ব্যাণারটা বুঝতে পারবে
প্রথমে।

(ফতিমা ও মরুজিনার প্রবেশ)

আলি। কি গো ফতিমা বিবি, আজ কি রকম ব্যাপার হ'ল ?

ফতিমা। আজ পাঁচ মণ।

মরু। আর হ' মণ ফাউ, আর আধ মণ কাঠের চোকলা—সেটা কি
ক'ব বাছা ?

আলি। সেটা কি আর বলতে আছে? বাবসা করতে গেলে দু' এক এ দিক ও দিক হয়।

কতিমা। নাও নাও, ভামাসা ক'র না। এই দাম নাও—নিয়ে বাজার র় আন। ও কি, তুমি আবার এখনি কুড়ল কাঁধে করেছ যে?

আলি। ওটা কাঁধের সঙ্গে কি রকম একটা আঠা লেগে জড়িয়ে গেছে। এর দিকে নজর করনা। ইস, আজ যে অনেক টাকা রোজগার করেছ ছি! এই সাড়ে সাত মণ আট মণ কাঠের দাম এক টাকা ছ' পয়সা?

মর। তাই বা কৈ! আমার এখনও দস্তুরি পাওনা।

কতিমা। বটে বটে, বাছা সেটা ভুলে গেছি। দাও গো, ওকে এই পয়সা।

মর। (হসেনের প্রতি) এই ছ'ট পয়সা তোমাকে বকসিস করলুম, সাহেব। এমন উপযুক্ত স্থান তুমি, বাপ রোজগার ক'রে আনে, তুমি য়েও খেতে জান না। কাঠগুলো নিয়ে বাজারে বেচতে পার না। এর মনিব, আমি বলতে পারি না। কিন্তু কেউ কাউকে ঠকিয়ে নেয়, দেখতে পারি না।

কতিমা। ঠকায় নি মা—ঠকায় নি। আমার জা—সে যদি কিছু বেশীই তাকে কি আর ঠকিয়ে নেওয়া বলে?

আলি। তবে বলে নেয় না কেন?

কতিমা। বড়মাতুষের মেয়ে, চাইতে যদি তার চঞ্চু লজ্জাই হয়—তা হ'লে আধটু গোলমাল ক'রে নিতেও কি দোষ? দাম যে দেয়, এই যথেষ্ট। লে কি করতুম? ও যদি বড়মাতুষের মেয়ে না হ'ত, তোমার ভাই যদি পার করতে না পারত, তা হ'লে যে তোমাকে সমস্ত ভার নিতে হ'ত। সব বুঝি—বুঝে চুপ ক'রে থাকি—নাও এস। নেহাতই যাও ত একটু খেয়ে যাও।

[আলি ও কতিমার প্রস্থান।

মর। মর জিনা, আমাদের অবস্থা দেখে তোমর মনে কষ্ট হয়েছে?

আলিবাবা

মর্। একটু একটু হয়েছে বৈ কি।

হসেন। আচ্ছা মর্জিনা—

মর্। কি—বলতে বলতে থামলে কেন?

হসেন। এই তু-তু-তু—

মর্। বলতে কি সরম হচ্ছে?

হসেন। না, সরম কেন—সরম কেন? এই তুমি কি আমাদের ভা-ভা-ভা—

মর্। ভালবাসি কিনা জিজ্ঞাসা কচ্ছ?

হসেন। হি হি হি—হাঁ মর্জিনা!

মর্। একটু একটু বাসি বৈ কি।

হসেন। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। তা, মর্জিনা!

মর্। কি?

হসেন। ভা-ভা-ভা-মর্জিনা!

মর্। আবার হা ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

হসেন। দাঁড়াই নি, দাঁড়াই নি—এই চলে যাচ্ছি! তা, মর্জিনা!

মর্। কি?

হসেন। তু-তু আমা—না, না—তুমি একটু সরবৎ থাকবে?

মর্। বুঝেছি বুঝেছি, পান্নাও, পান্নাও, আবদালা আসছে।

হসেন। এঁ্যা—এঁ্যা—আবদালা? তা মর্জিনা!

মর্। তা হয় না হসেন—আমি বাদী।

হসেন। বোশা মর্জিনাকে ফুরসৎ দাও—মর্জিনাকে রাণী ব

মর্জিনা—

মর্। পান্নাও, পান্নাও!

হসেন। তা হলে মর্জিনা?

মর্। আবার মর্জিনা? পান্নাও।

হসেন। হা আন্না!

(আবদালার প্রবেশ)

আব । আইয়ে বেগম সাহেব । ওদিকে ছক্করের জকরি তলব পড়েছে ।

(গীত)

আব । আয় বাঁদী তুই বেগম হবি,
খোয়াব দেখেছি ;—

আমি বাদশা বনেছি ।

মবু । বেশ হয়েছে আয় তবে তোর
ল্যাজটা হেঁটে দি ।

বাদশাবানর বাদশার ল্যাজ লোকে বলবে কি ?

আব । থাক ল্যাজ তুই চটপট আয়
বেগম ক'রে নি ।

এই বেলা আয় আগে ভাগে নইলে পাবি নি ॥

মবু । পাব না কি ? বলিস্ কি রে ? ও কি কথা রে—
ওরে তোর জন্মে তরুতাউল কফিন্ কিনেছি ।
কবর কেটে তোষাখানা বানিয়ে রেখেছি ।

আব । আমি বাদশা বনেছি ।

মবু । আমি বেগম হয়েছি ।

উভয়ে ! বাদশা বেগম ঝম্ঝম্ঝম্ ঝাজিয়ে চলেছি ॥

তৃতীয় দৃশ্য

[গুহার সম্মুখ । দৃশ্যগণের প্রবেশ ।]

১ম দৃশ্য । সরদার ! মাহুবের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না ?

২য় দৃশ্য । দূর ! এখানে কি মাহুব আসতে পারে ? আমরা এ স্থানটা
ভাল ভরানক হয় ক'রে রেখেছি ।

৩য় দৃশ্য । মিছে কি ? চায় দিকে মাহুবের হাড় মাখা ছড়িয়ে রেখেছি ;

দেখলে, কোন্ শালার এখানে পা বাড়াতে সাহস হবে ?

১ম দস্যু। তবে মাহুঘের গন্ধ পাচ্ছি কেন ?

সর-দস্যু। গন্ধ পাওয়া আশ্চর্য্য কি ? মাহুঘের রক্ত নিয়েই কারবার—
ফট ফট মাথা ফাটছে, হড় হড় রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে, মাথার ধী তৃপাকার
হচ্ছে, হাড়ের পাহাড়—সে সব গন্ধ কি এক দিনে যায় ?

৩য় দস্যু। গন্ধ তোর নাকে বাসা করেছে।

১ম দস্যু। আর কেন, কারবার বন্ধ দিলে হয় না ?

২য় দস্যু। ভয় পেয়েছিলি না কি ?

১ম দস্যু। ভয় নয়, রোজগার করতেই জন্ম গেল—ভোগ হবে কবে ?

সর-দস্যু। টাকা কি আর ভোগ হবে বলে রোজগার করছি ? খোদার
খাজাখিখানা, আমরা তার তসিলদার। কত কাল ধরে আমাদের এই গুপ্ত-
ভাগারে ধনসঞ্চয় হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কে জানে ? এক জনের পর এক জন,
তারপর আর এক জন, এই রকম কত হাত ফিরে শেষে এই ধনাগারের ধনসঞ্চয়ের
ভার আমাদের হাতে পড়েছে। তার পর আমাদের হাত থেকে হাত বদলে
হাত বদলে, এ ভার দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত চলে যাবে। ভোগ করবে কে ?
(গুহামুখে উপস্থিত হইয়া) চিচিৎ ফাক্ ।

[গুহামুখ উন্মুক্ত ও দস্যুগণের গুহামুখে প্রবেশ ।]

(আলিবাবার প্রবেশ)

আলি। ভোগ করব আমি। খোদা, টাকার গাছ দেখুওঁই যদি মরজি
করেছ, তা হ'লে খানিকক্ষণ আমায় ধ'রে রাখ, বাবা ; আমার হাত-পা অসাড়
হয়ে আসছে ; দোহাই বাবা, দোহাই বাবা, টাকার গাছে তুলে মই কেড়ে
নিওঁনা। উঃ ! ফস্কাল—ফস্কাল ! বাবা, আছাড় খাইয়ে মেরনা—দু'দিন
শোলাও কালিয়ে খেতে দাও। আঃ বাঁচলুম। তবু যা হ'ক, একটু খাতে এলুম।
বাবা, কাঠ কাঠতে কাটতে, বইতে বইতে জান্ হায়রাণ। খোদা আছেন,
খোদা আছেন। কাগিস আর আমি এক মার পেটেই ত জয়েছিলুম ; কাগিস,

হ'ল ওমরাও, আর আমি হলুম কাঠুরে! এক পয়সা রোজগার করতে হ'ল না, এক দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হ'ল না, রাতারাতি বড়লোক! এ আশা, তোমার মরজিতে আমার কাঠের ছালা কি সোনার ছালা হবে না? বা হ'ক বাবা, মরেছি না মরতে আছি! আপাততঃ একটু গা-ঢাকা হই।

[অন্তরালে প্রস্থান।]

নেপথ্যে—চিচিঃ ফাঁক।

(দ্বার উন্মোচন ও দস্যগণের বহিরাগমন)

সর-দস্য। চিচিঃ বন্ধ।—(দ্বার রোধ) চল, আজ হিরাটের দিকে যাওয়া থাক।
দস্যগণ। (গীত)

বো বন্ বন্ সো সন্ সন্ ভোপপো ভোপপো ভো।

ছোট ছোট ছোট লে ঝটপট মারতে হবে হো ॥

হিরাট কাবুল বন্ধ কি বোপদ,

তিহারানী ইম্পাহানী কেউ না যাবে বাধ ;

স্বলুক বুকে কুল মলুকে পড়ব সড়াক সো।

ফুঁড়বো ফাঁড়বো দেখিয়ে যাব বুনো হারামের সো ॥ [প্রস্থান।]

(আলিবাবার প্রবেশ)

আলি। আর এখন কিরচে বলে ত বোধ হয় না। থাক, সজ্জা হয়ে
এল, আর ত থাকো যায় না। (গুহা সম্মুখে বাইয়া) চিচিঃ ফাঁক
(দ্বার উন্মুক্ত) ইয়া আলা।

চতুর্থ দৃশ্য

(আলিবাবার গৃহপ্রাঙ্গণ। কতিয়া উপবিষ্টা ভিথারী বালিকাগণের
প্রবেশ ও গীত।)

ও মা দিন চলে না ঘুরি ফিরি ভিক্ষে দিয়ে যা।

নিরে যাই আঁধর করে,

লোহাগ ভরে যে যা দেব মা তা।

বাপ মা কেঁদে হয় মা সারা,
 বুক বেয়ে হায় বয় গো ধারা,
 (ও মা) নাই ত বেলা, (বড়) স্মিথের আলা,
 (মুখে) সরে না কোঁরা। [প্রস্থান।

ফতিমা। ও গো, আমার কি হ'ল গো? কেন আমি দুপুর বেলায় মরতে
 তাকে বনে পাটালুম গো?

নেপথ্যে। ফতিমা—ফতিমা!

ফতিমা। এই যে, এসেছ গা! এত দেরী করে এলে—আমি তোমার জন্ত
 কেঁদে কেঁদে মরচি।

(আলির প্রবেশ)

আলি। ফতিমা—

ফতিমা। হাঁ গা, আজ কোথায় কাঠ কাটতে গিছিলে? বনের কাঠাউজোড়
 ঝরে আনলে না কি? লুকিয়ে ও কি আনছ গা?

আলি। আন্তে—আন্তে।

ফতিমা। কেন, আন্তে কেন? টেঁচিয়েই বলব—এতক্ষণ ডাক ছেড়ে কাঁদছিলুম,
 এইবারে গলা ছেড়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব। হাঁ গা, ও কি গাছের কাঠ?

আলি। আন্তে—আন্তে।

ফতিমা। কেন, আন্তে কেন, ডাকফোকরে বলব—আমরা বন থেকে কাঠ
 এনে ধাই, কোন বেটাবেটার জিনিসের দিকে ত নজর করি না। হাঁ গা, ও বৃষ্টি
 চন্ন কাঠ গা?

আলি। আন্তে—আন্তে।

ফতিমা। কেন, আন্তে কেন? সব বেটা বেটীদের শুনিয়ে বলব, কাকর ত
 একচালায় বাগ করি না, তবে ভয় কি? হাঁ গা, খলে কোথায় পেলো গা?

আলি। চূপ চূপ, কাঠ নয়—মোহর, মোহর!

ফতিমা। মোহর ও! বাবা! মোহর কি গো?

আলি। আন্তে—আন্তে। গোল ক'র না—গোল ক'র না। কোঁড়া, বাবি, মারা বাবি।

ফতিমা। এ—এ! আন্তে কইব? মোহর! সে কি গো? আমাদের মোহর কি গো? তুমি যে অবাক করলে গো! আমরা দিন আনি, দিন থাই; কান দিন বা পাই, না পাই, আমাদের মোহর কি গো? তুমি ডাকাতি করতে গেছে না কি? ও গো, আমাদের কি সর্কনাশ হ'ল গো?

আলি। আরে মরু—চূপ কর না মাগী।

ফতিমা। ও গো, চূপ করতে পারছি না যে গো! তুমিই যদি আমার প্রাণে মার, তা হ'লে কি স্থখে চূপ করে থাকি গো?

আলি। আরে মরু চূপ কর না, কি বলি, শোন না। টেচালেই আমার প্রাণ মারা যাবে।

ফতিমা। তা ত বাবেই দেখতে পাচ্ছি গো। তবু যে চূপ ক'রে থাকতে পারছি না গো। তুমি এমন ইমানদার, তুমি ডাকাতি ক'রে টাকা আনলে!

আলি। আরে না না, খোঁড়া দিয়েছে! বনের ভেতর কাঠ কাটতে মোহর আনছি।

ফতিমা। বল কি?

আলি। চূপ কর।

ফতিমা। বল কি?

আলি। আরে গেল—ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা ক'।

ফতিমা। বল কি? সোনার মোহর—বল কি? কাঠের ভেতরে—বল কি! বাবা!

আলি। গা বেঁসে কানটির কাছে এসে, “বাবা গো” “মা বা গো” কর। মারি—মারা বাব।

ফতিমা। ও গো, মার কর গো। জয়ের শোধ একবার টেচিয়ে নিই গো। দিন আর পাব না গো! ও গো-মা গো! এমন সময় তুমি কোথায় গেলি

গো। তুই যে বড় কষ্ট ক'রে আমাকে রাখুব করেছিল গো।

(নেপথ্যে ঘারে করাঘাত শব্দ)

আলি। সর্বনাশ কবুলে—টেঁচিয়ে আমার মাথাটা খেলে।

নেপথ্যে। দোর খোল—দোর খোল।

আলি। রও—রও—সবুর কর। আমি আগে সামলে রাখি—সামলে। রাণী

ফতিমা। ও যে আমার হসেন—ও যে আমার হসেন।

আলি। আরে দূর গাফা মাগী। হক না হসেন, একটু বাদে হসেন দেখালে কি চলবে না? যদি তার সঙ্গে আর কেউ এসে পড়ে? রোস, আমি মোহর সামলাই—নিজে লুফাই, তারপর খলে দিস। [প্রস্থান]

(ফতিমার ঘার উন্মোচন, হসেন ও প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ)

হসেন। কি হয়েছে মা?

১ম প্র। কি হয়েছে হসেনের মা?

২য় প্র। কি হয়েছে আলির বউ?

৩য় প্র। কি হয়েছে গো?

ফতিমা। আর বাছা, পেটে একটা বেদনা ধরেছে—তার জন্ত ছাড়া করছি, আর কাতরাছি।

হসেন। বলিস্ কি মা, কখন হ'ল মা?

১ম প্র। আহা, তা হ'লে ত কাতরাতেই হবে বাছা!

২য় প্র। আহা, তা বাছা, হয়েছে বখন, মুখ টিপে পড়ে থাক। আলি ছেলেটা সমস্ত দিন বায়না নিয়ে কেবল কেঁদেছে। কত কষ্ট ক'রে, রূপ-কথা কয়ে, কত হাঁটু নেড়ে, মাথা চাপড়ে, তারে ঘুম পাড়িয়ে তোর চীৎকারে সে দু' একবার ঝাঁকরে ঝাঁকরে উঠেছে মা—উঠলে বড় খুঁ হবে; আমাদের মিনবে আফিম খোর—নেশা তার চ'টে বাবে।

৩য় প্র। আহা, তা বখন হয়েছে মা, শুধু ঠা।

২য় প্র। হোরপের লাধি, টিকটিকির ল্যাজ, হকোর জল যে বেটে

প দে। দেখতে দেখতে বাথা জল হয়ে যাবে এখন।

ম প্র। আরশোলার তেল আর বোকাছাগলের দাড়ী, শিলে খেঁতো শুড়িয়ে তাতে একটু আদা আর মধু দিয়ে—ঢক করে চোখ-কান বুজে ফেল, বাথা বেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

সেন। কি বলিস মা, হাকিম ডাকব ?

তিমা। হাঁ মা বাছা, আমার বড় কষ্ট; সমস্ত দিন খাপুয়া হয়নি। কাঠ কাটতে গিয়ে মাথা ধরিয়ে এসেছে, তারই দরুণ আমার পেটে ; বাছা, আজকের মতন সের পাচেক চাল ধার দিতে পার ?

ম প্র। আলিকে ত আর পেটে ধর নি মা, যে তার মাথা ধবুলেই র পেটে বাথা ধরবে !

তিমা। থাকে ত দে মা !

ম প্র। চাল কোথায় পাব ? আপনারাই পেটের জালায় মরি। ও পেটের বাথায় চাল কি গো ! [প্রশ্নান।

ম প্র। ছেলেটা বুঝি এতক্ষণ ঘুম ভেঙ্গে উঠল। যাই, আবার বায়না তখন কি করে ঠাণ্ডা করব ? [প্রশ্নান।

ম প্র। উরু ও মা ! আমারও পেটে যে বাথা ধরল গো ! [প্রশ্নান।

সেন। সত্যি-সত্যিই কি তোর অস্থ ? সত্যি-সত্যিই কি বাবার র মাথা ধরেছে ?

তিমা। শত্রুর ধরুক ! ও হসেন—হসেন ! দরজা দিয়ে আয়, অনেক আছে।

সেন। কি মা ?

তিমা। দরজা দিয়ে আয়—আনালা দিয়ে আয় (হসেনের তথাকরণ) বাবা হসেন !

সেন। কি মা ?

তিমা। হিঃ হিঃ হিঃ ! কি বলব রে হসেন !

আলি । গেছে—তারা গেছে ?

ফতিমা । গেছে গেছে, আর চোঁচাব না ; ফিস্ ফিস্ করেও কথা ক'ব ;
এই নাক-কান মলছি !

হসেন । কি বাবা, ব্যাপার কি বাবা ?

আলি । একটা কোদাল নিয়ে আয়, শীগ্গির যা—শীগ্গির যা !

হসেন । কেন বাবা ? সন্ধ্যাবেলায় কোদাল কি হবে বাবা ?

ফতিমা । আন্তে—আন্তে ; আন্তে কথা ক' ।

আলি । ফতিমা বিবি—ফতিমা বিবি !

ফতিমা । আলি—আলি—কি আমাদের হ'ল আলি ?

হসেন । কি আমাদের হয়েছে বাবা ?

ফতিমা । চূপ—চূপ !

আলি । আন্তে—আন্তে !

হসেন । আন্তে কেন বাবা ?

ফতিমা । (ইঙ্গিতে) চূপ চূপ ।

আলি । কোদাল আন্—শীগ্গির কোদাল আন্ ।

হসেন । কোদাল কোথায় ?

ফতিমা । (ইঙ্গিতে) চূপ চূপ ।

[হসেনের প্র

আলি । শীগ্গির আয়—কি পেয়েছি, দেখবি আয় ।

পঞ্চম দৃশ্য

[কাসিমের বহির্কাটা । উপবিষ্ট আবদালার নিকট মরুজিনা দণ্ডায়মান ।

আব । মরুজিনা ভাই একটা গান গা' ।

মরু । এই কি গানের সময় !

আব । আলির বাড়ী থেকে এসে অবধি তোর প্রাণটা গান গান ব
এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি ।

মু। কিসে বুঝলি ?

মাব। কালবৈশাখী—পশ্চিম আকাশের এক কোণের একটু কাল মেঘের দেখলেই বুঝা যায়। তোর চোখের এক কোণে ফোঁটা খানেক জল দেখা ছ। আজ এসব মসৃণলের দিন, তুই দূরে দূরে স'রে বেড়াচ্ছিস। যা চ পাবার নয়, তাই দেখবার জন্তু চার ধারে নজর মারচ্ছিস! চোখ ছুট মাউটে রয়েছে তোর ভেতরে যেন বড় বইছে।

মু। মিছে নয়। আমার ভেতরে কাড়িখানেক কি ঢুকেছে—কিসে সারে খি ?

মাব। গান গা—গানের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে এখন।

মু। বড়ে আবার গান কি ?

মাব। বড় বাইরেই হ হ করে—বাঁধা ঘরের জানালায় গিয়ে বাঁশী বাজায়, দাদী—তোরও বাঁধা বরাত ; আমি বান্দা—আমারও নিটোল দুঃখ ; তুই মাউ কর - আমার কানে মধুর ঠেকবে এখন।

মু। কি গাইব ?

মাব। একটা ভালবাসার।

মু। দূর—বাঁধীর আবার ভালবাসা।

মাব। তবে আমি বলি, শোন্।

(আবদালা ও মরজিনার গীত)

মাব। বড়া মজাদার মিঠা পিয়ার আপনা হোয় আজাম।

মু। আন্ধাকো আঁখ মিলতা, ফুটে শুভাকো জ্বান ॥

মাব। ল্যাংড়া চলে ভান্ড মারে ছুট,

। বাহারাকো কান পিয়ারামে ফিন ফুট ;

মুয়ে। বিমার টুটে ইন্ সাফিসে আকল পায় নাহান।

খে। আবদালা।

বি। হজুর।

[প্রস্থান।

(ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা । হাঁ গা, সাকিনা বিবি কোথায় গা ?

মরু । কেন গা ?

ফতিমা । দরকার আছে ; শীগ্গির বল না গা ?

মরু । হুকুম আছে ; না ব'লে বলতে পারব না যে গা !

ফতিমা । আমার একটা কুনুকে দিতে পার ?

মরু । এত রাত্রে কুনুকে কি হবে ?

ফতিমা । হবে মা, একটা কিছু হবে

মরু । না ব'লে দেব না ।

ফতিমা । এই ধান মাপব মা ।

মরু । এমন সময় ধান পেলো কোথায় ?

ফতিমা । পেয়েছি মা ।

মরু । তা ত পেয়েছ, কিন্তু কেমন ক'রে পেলো, বলতে হবে ।

ফতিমা । কর্তা এনেছে !

মরু । কর্তা ত কাঠ কাটতে গেল, ধান পেল কখন ?

ফতিমা । বনের ধারে গাছ ছিল মা ।

মরু । ধানের গাছ ?

ফতিমা । হাঁ মা, যেমন গুঁড়িতে কোপ মেরেছে, অমনি গাছে পাকা ধান ছিল, ঝরু ঝরু করে পড়েছে ।

মরু । ধানের গাছের কি গুঁড়ি আছে ?

ফতিমা । আছে বই কি মা, বনের ভিতর কত কি আছে, কে বলতে পারে ? খুঁজলে ধানের গাছ কেন, টাকার গাছ পর্যন্ত পাওয়া যায় । ওর আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মা, আমি কি বলতে কি বলছি মা ! বনে কি মেলে না, কেবল মেলে অন্ধকার । হাও ত-মা ! নইলে বল, চ'লে যাই ।

মরু । এনে দিচ্ছি, নিয়ে যাও, কিন্তু আমার কাছে যা বলে, আর কার

ছ এমন পাগলের মত বকো না, বিপদ ঘটবে।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। বিপদ-বিপদ? বিপদ কি রে মরজিনা?

মরু। বিপদ অল্প কিছু নয়, ফতিমা বিবি কুনকে চাচে চাল মাপতে; এখন করে দিই?

সাকিনা। কুনকে, কুনকে? কে ও বোন, তুমি চাচ্ছ? তা আমি দিচ্ছি। তুই গির আয়, কাসিম সাহেব তোকে ডাকছে। [সাকিনা ও মরজিনার প্রশ্নান।
ফতিমা। আমি পালাই, না, না, নিয়ে যাই, না, না পালাই, উঁহ, যাই।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। ও কি ফতিমা! ছটগট করছিস কেন?

ফতিমা। করছি দিদি! আজকাল ওই রকম করে থাকি।

সাকিনা। (স্বগত) না, হ'ল না! কিছু গুত্ব আছে! (প্রকাণ্ডে)
? ছাঁদা কুনকে এনে দেয়! রোস ভাই, ভাল কুনকে আনি।

ফতিমা। তা হ'ক, ছাঁদাতেই আমার হবে।

সাকিনা। দূর, তাও কি কখন হয়? আমি যাব আর আসব। (সাকিনার
ও পুনঃ প্রবেশ) এই নাও। [ফতিমার কুনকে লইয়া প্রশ্নান।

কুকের তলায় আঠা দিয়ে দিয়েছি। যা মাপবে, কিছু না কিছু লেগে
ই থাকবে। [প্রশ্নান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[নাট্যশালা কাসিমের সঙ্গীণ ও নর্তকীগণ]

(গীত)

লেও সাকী দেও ভর পিয়লা পিলাও দার ফিন্।

লাল সিরাজি আছুর সরার গুলকে তবু রদিন।

13.13 4176

নয়ানমে ঠার চাটনি মিঠা বাৎ

আষ খানে দেও দিল্ পিয়ারা সাথ

ঘুম্না ফির্না খোষ কর্না কাম্ বড়া সন্ধিন ।

১ম সঙ্গী । এই সিরাজ শহরে ঢের ঢের বড়লোক নবাব ওমরাও আছে, বাবা, কাসিম সাহেবের মত উঁচু মেজাজ আর দেল্-খোলসা লোক এ মিল্বে না !

সকলে । একটিও মিলবে না ।

১ম সঙ্গী । মেলবার ত গতিক দেখি না । যত বেটা ছুনিয়ার ফকির পীর হয়েছে ! তারা কি আমাদের কদর জানে ? সে বেটাদের ভাল বেটারা টাকার কাঁখে শুকিয়ে মরবে ।

২য় সঙ্গী । সে বেটাদের কথা যেতে দেও । দোস্ত, আমাদের এখন চালাও—জান্দের খুব যাস্তি যাস্তি কোরে দাও । ওহে সাকী, ও সোনার ঠা হুড় ক'রে ঢেলে ঢেলে দে রে ; দিয়ে যাও—দিয়ে যাও—বিবিশের মদ বানিয়ে ।

১ম নর্তকী । তা আমরা মদই ত ।

২য় সঙ্গী । মদ না হলে আর মরদেরা মাথায় করে রাখে ?

১ম সঙ্গী । তা তোমরা মদ হও, আমরা মাদোয়ান হয়ে তোমাদের পাছে ফিরি ।

(গীত)

উভয়ে ।

কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ ।

মরুদ মাদা বন গিয়া সব মর্দানা আওরাৎ ।

সঙ্গী ।

ফুর্তিসে দেও কুর্তি পিনি, ওড়ান উও পেসোয়াজ

নর্তকী ।

পায়জমা দেও, আচকান দেও,

চোগা কাবা শিরতাজ ।

উভয়ে ।

উঁটা সাজে ওলট-পালট দাকুয়া যে দিনরাত ।

বেরং এর ঢং চালাকর আও ফিরি সাথ সাথ ।

(কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম । কি হে ভাই সব, আমোদ চলচে ভাল ত ?

১ম সঙ্গী । কাসিম সাহেব আমাদের বড়দরওয়ানা, ওর সকল চালই মীরী ।

কাসিম । দেখ ভাই সব, তোমাদের আপনাদের ঘর মনে ক'রে রাখ, যার যা কার হবে, চেয়ে চিন্তে নাও ; দাওয়ান আছে, নায়েব আছে, খাজাফি আছে, মির্চি আছে, জমাদার আছে, দফাদার আছে, যারে যা হুকুম করবে, সেই তা এনে ব । কিছু সরম ক'র না ।

২য় সঙ্গী । কাসিম সাহেবের এইবার নবাব বাহাদুর খেতাবটা হলেই আমাদের আমনা সিদ্ধি হয় ।

৩য় সঙ্গী । সে হ'ল ব'লে, আর বড় দেরি নেই ।

কাসিম । আমাদের কর্তাদের ছেলে, তারা বাদশার কাছে চাকিশ ঘটাই ত । এই বাদশার আমল থেকে কেবল বন্ধ হয়ে গেছে ।

৩য় সঙ্গী । বাদশা বেটা আহাম্মক, লোক চেনে না !

সকলে । আহাম্মক, আহাম্মক !

৩য় । বাদশা বেটার এমনি ক'রে কান মলে দেও ।

সকলে । দাও, কান ম'লে দাও ।

কাসিম । আবদালা, আবদালা—

নেপথ্যে । হজুর !

কাসিম । জলদি আও, সিরাজি লে আও, দশ বোতল সিরাজি আও ।

(সাকিনার প্রবেশ)

সকলে । আইয়ে সাকিনা বিবি ।

সাকিনা । হাঁ গা, কাসিম সাহেব কোথা গা ?

কাসিম । এই যে, খেরিজান্ ।

সাকিনা। কৈ গা! আমি যে চক্ষে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

কাসিম। (অগ্রসর হইয়া) কি হয়েছে বিবি? কি হয়েছে বিবি
আবদালা, সাকিনা বিবির গালে সিরাজি দাও।

সাকিনা। তুমি কাসিম ত?

কাসিম। এ কি কথা, তুমি ও কি বলছ?

সাকিনা। তবে শোনে, একটু আড়ালে চল।

(কাসিম ও সাকিনার অন্তরালে গমন। আবদালার প্রবেশ)

১ম সঙ্গী। ইধার লে আও।

আব। ষাতা হায় মিয়া সাব। (কাসিমের নিকট ঘাইয়া) হজুর!

কাসিম। (জনান্তিকে) ঠ্যা বল কি?

সাকিনা। (ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ)

আব। হজুর সিরাজি।

কাসিম। চোপরাও শূয়ার, হাম তেরা হজুর নেহি। (জনান্তিকে) কথা
নয়, ঝুট বাৎ। বল কি? এও কি একটা কথা? বল কি? আবদাল
সাকিনা বিবির মাথায় সিরাজি ঢেলে দাও, বিবি গরম হয়েছে।

১ম সঙ্গী। ওরে বেটা, এদিকে নিয়ে আয় না।

সকলে। আবদালা, ইধার আও।

কাসিম। নেই নেই ইধার আও।

সাকিনা। তা হ'লে তুমি মিথ্যা মনে করেই ব'সে থাক, আর ইয়ারকি মার

কাসিম। বল কি? ঠ্যা—বল কি? ঠ্যা—বলে কি?

আব। হজুর, সিরাজি।

কাসিম। আবার হজুর?

আব। না না হজুর, তা হলে হজুর—

কাসিম। চোপ চোপ (প্রহার করিয়া) উধার যাও, হাম নেই শুনে গা।

[আবদালার প্রবেশ]

(জনান্তিকে) এ বাৎ নেহি, এ বাৎ সাচ নেহি ! কভি নেহি—নেহি—নেহি
—হাম নেহি—তোম নেহি—ঐ শালা লোপ নেহি—কুচ নেহি ।

১ম সঙ্গী । কি হ'ল কাসিম সাহেব ?

কাসিম । চোপরাও ।

৩য় সঙ্গী । আ—আ । চোপরাও । সে কি, সে কি,—কাসিম সাহেবের
বড় নেশা হয়েছে । এই ও বিবিজানরা, তোমরা কাসিম সাহেবকে চ্যাংদোলা
ক'রে ঝাঁকারি দাও ।

কাসিম । বাহুর যাও, বাহার যাও !

নর্ভকীগণ । কি হ'ল কি হ'ল, সাকিনা ধাঁব ?

সাকিনা । ভাই ব্রাদার বিবিজান, সব তোমরা আজ চলে যাও, আমার
খসমের বেমারি হয়েছে ।

কাসিম । জল্দি—জল্দি ।

নর্ভকীগণ । আহা, এই যে ভাল ছিল গা—এই যে কথা কচ্ছিল গা । আহা,
এরি মধো কি হ'ল গা ?

কাসিম । তয়া—তয়া, কুচ তয়া, আলবৎ তয়া ।

সঙ্গীগণ । কি হ'ল—কি হ'ল ?

(মরুজিনার প্রবেশ)

মরু । আর কি হল ! পালাও । কাসিম সাহেবকে শেয়ালে কামড়েছিল,
ভাই বুঝি কি হ'ল ।

নর্ভকীগণ । সে কি গো, তা হলে কোথায় যাব গো ?

সঙ্গীগণ । এই বাবা মাটা করলে,—খেলে—খেলে ।

কাসিম । হা: হা: হা: ! কভি নেহি, দানা দিয়া, জিনী দিয়া, মামদো দিয়া,

হা: হা: (উচ্ছ্বাস) ছয়া—ছয়া ।

নর্ভকীগণ । গুরে বাবা রে !

মরু । পালাও পালাও, এ দিক দে পালাও—পালাও ।

(পুরুষ ও নারীগণের কোলাহল)

মরু। পানাও পানাও, খেলে খেলে। [সঙ্গী ও নর্তকীগণের প্রস্থান।

কাসিম। আঁা, বল কি? আলির এত টাকা? ও বাবা, যাই যে।

উঃ! বুক গেল! যে আলি কন্কে, তার এত টাকা!

সাকিনা। বোঝ, তুমি তারে স্বেচ্ছা কর, গরীব বলে কথা কও না, ধানায় ডাক না। দেখ তার কত টাকা। তুমি টাকা একটি একটি করে গুণে মর, সে মেপে সংখ্যা কর্তে পারে না।

কাসিম। কৈ, কন্কে কৈ?

মরু। এই আমার কাছে। (কাসিমকে কন্কে প্রদান)

কাসিম। (কন্কে ঠুকিয়া) ওরে, আবার বেরুল যে রে! ওরে বাবা, যাই যে, আবদালা!

মরু। আবদালা!

নেপথ্যে। হুজুর!

মরু। জলদি আও। এক পেয়লা সিরাজি লে আও! সিরাজি লে আও।

(আবদালার পুনঃ প্রবেশ)

কাসিম। এক পেয়লা নেহি, দশ পেয়লা লে আও, বোতল লে আও, জালা জালা লে আও। (সিরাজি পান) মিঠা নেই!

(পেয়লা নিক্ষেপ)

সাকিনা। অমন করে পাগলামি করলে ত হবে না—উপায় কর, ভাল করে ধবর নেও। দেখ দেখি, এ কোন্ বাবশার মোহর?

কাসিম। জারি পুরোন! বহৎ দাম, বহৎ—পাঁচ মোহরে এক মোহর।

সাকিনা। উঃ! উঃ! উঃ! ওরে বাবা, সে কি সো? কন্কের মাপ আবার পাঁচ মোহরে এক মোহর—একটু সিরাজি দে রে—বাবা রে, কি হ'ল রে আবদালা রে, আমায় একটু সিরাজি দে রে। (সিরাজি পান)

(সাকিনার গীত)

হো হো জান্ হায়রাণ ।

দুনিয়ামে জনম লিয়া কেঁও, খোদা কেয়সা বেইমান ॥

দুষমনকো মিলা পসার,

মেরা ভাল্‌মে গিরা ক্ষার,

বাহবা দয়াল ! তেরা বড়িয়া বিচার ;

ইমানদারী কাম তুহারি, আপনে ছোড়া ইমান ॥

কাসিম । সাকিনা বিবি আমি একেবারে গেছি ।

সাকিনা । আমি ও ষে যাব যাব কচ্ছি গো ।

কাসিম । সাকিনা বিবি ! সাকিনা বিবি ! আমায় ধর ।

সাকিনা । ওগো, তুমি আমায় ধর ।

মর । তোমরা সাহেব বিবি ধরাধরি কর, আমি আর বাদীদের
নিয়ে গাই ।

(গীত)

দেখে শুনে বোঝ ত মান না ।

বলতে গেলে দুটো কথা কানে তোল না ॥

নসিবে মারলে গোলা, গোলা ধরে খা ডালা,

দেবার যারে দেয় মেনেওলা,

(হও) আপন জালায় ঝালাপালা, মানা শোনে না ॥

(খাবে) পোলাও কারী, হাকবে জুড়ী,

(পরে) হাটুক পায়ে চিবুক মুড়ি,

(অত) হয় কি না হয় অত সয় কি না সয়,

খুড়ি,

দেখ) কেমন মজা রাজার রাজা, (দিলে) ধনের বোঝা

(আর) রিষের গৌজা রেখ না ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[আলিবাবা ও ফতিমা উপবিষ্টা]

(গীত)

যেত্রা রূপেয়া তেত্রা দিগদারী ।
লাহল্ বিলা এ কা বক্কারী ।
হাজার যে উঠ যার লাখে মে,
লাখে বি পঁচছে ক্রোড়ো মে,
রোপেয় বাড় যায় দিল ছোট হো যায়,
ক্যাসে চলে গা মেরা দিনদারী ।

ফতিমা । ই্যা গা আলিবাবা ।

আলি । কি গা ফতিমা !

ফতিমা । আমায় পাঁচটা বাঁদী কিনে দাও না গা ।

আলি । কেন গা ?

ফতিমা । কাঠ চেলাতে চেলাতে যখন আমার মেহানত হবে, গা দিয়ে গল্ গল্ করে ঘাম বেরবে, তখন দু'জন হ'ল গা-হাত-পা টিপে দিলে, দু'জন বাতাস করলে, একজন সরবৎ তৈয়ারী করে মুখে ধরলে, একজন গা হয় ত পাশটিতে ব'সে দুটি গান গাইলে ।

আলি । আবার কাঠ কাটবি কি, ফতিমা ? খোদা কি আর আমাকে কাঠুরে রেখেছে ?

ফতিমা । ভুলে গেছি, ভুলে গেছি—আমি যে এখন বেগম সাহেব ।

আলি । (স্বগত) একটু একটু করে উঠতে হবে । একেবারে উঠলেই লোকে সন্দেহ করবে,—বান্দশার কানে যাবে । একেবারে আমীরী চাল চাললেই মারা যাব ! তাড়াতাড়ি ক'র না আলি সাহেব ; সবুর—সবুর !

ফতিমা । ই্যা গা আলি !

আলি। কি গা ফতিমা ?

ফতিমা। আমায় একটা তরাম আর আটটা বান্দা কিনে দাঁও না।

আলি। কি হবে ?

ফতিমা। বাড়ীর কাছে ভাল তালিও নেই, অনেক দূর থেকে জল আনতে

কোমর ধরে যায় ! আমি তরামে চ'ড়ে গিয়ে জল আনব।

আলি। জল তোমায় কি আর আনতে হবে, ফতিমা বিবি !

ফতিমা। হবে না বটে। তা হ্যাঁ গা, এবার থেকে আমরা কি খাব ?

আলি। কেবল পোলাও, কালিধা, কাবাব, পোস্তা, কোপ্তা, আঙ্গুর, কিসমিস,

বাদাম, পেশ্তা।

ফতিমা। বাজারে যদি না হয় সস্তা

তা হ'লে মুড়ি খাব বস্তা বস্তা,

আলি। চ'লে যাও শোভা রাস্তা।

তুমি পাগল হয়েছ, নবাবের বেগম কি মুড়ি খায় ?

ফতিমা। তা বটে—বটে, ভুলে গেছি।

আলি। হ্যাঁ ভাই ফতি।

ফতিমা। কি ভাই আলি !

আলি। দেখ ভাই মনটা যেন কেমন কেমন করছে।

ফতিমা। তবে তোমায় স্পষ্ট কথা বলি গো ! বলব মনে ক'রে আসছি,

ল যাচ্ছি; আর পারছি না গো, আমার প্রাণটা যেন হু'কিয়ে উঠছে, আমি
তে পারছি নি, দাঁড়াতে পারছি নি, শুতে পারছি নি।

আলি। আমি হাসতে পারছি নি—কঁাদতেও পারছি নি।

ফতিমা। আমি ঘুমতেও পারছি নি, জাগতেও পারছি নি। হ্যাঁ ভাই আলি ?

আলি। কি ভাই ফতিমা ?

ফতিমা। কি করি ভাই ?

আলি। দেখ ফতিমা, কিছু করা বড় সুবিধা করে না। লোকের বলাতে

পারলেই সর্বনাশ। দু'দিন একটু সাবধান হয়ে থাকতে হবে।

ফতিমা। সে যখন হবার, তখন হওয়া যাবে। এখন এস, একটু মসৃণ হয়ে ছুঁজনে গলা ধরাধরি করে মনের সাথে কাঁদি।

(গীত।

ফতিমা। তোর কিরে কসম খাই।
 মোর চকির কোণে পানি আসছে ভাই ॥
 ধড়াস ধড়াস কাঠিঁচে বুক জ্ঞান গম্বা নাই।
 আলি। ও কি কইস ছাই।
 লাচন কৌদন আসছে না মোর কৌদন যে বলাই ॥

ফতিমা। আমি পুছ কচ্ছি তাই,
 কি কর'রো কয়ে দে আলি ভাই ॥
 আলি। চেপে থাক্ চূপ ক'রে থাক্ সামাই।
 ফতিমা। ও মোর সহঁচে না সামাই,
 চেপে থাক্ তুই পারিস যত ডাক ছেড়ে চিচাই।
 তুমি চোপ রও, মুই হাপ খাই।
 আর ডাক ছেড়ে চিচাই ॥

আলি। আরে না না, এখন নয়,—এখন কাঁদলে পাড়ার লোক জেগে উঠবে, আমাদের বিশদ হবে—প্রাণ যাবে।

ফতিমা। বয়ে গেল, আমি পাড়ার লোককে ভয় করি না। ওগো, আমার কি হ'ল গো—আমার ঘুম হয় না কেন গো—ক্ষিদে পায় না কেন গো—আমার চোখ ফেটে জল আসছে কেন গো—গা, হাত, পা টলমল করছে কেন গো?

আলি। গুরে থাম, আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। ওগো, আমার কিছু ভাল লাগছে না কেন গো?

আলি। মাটা করলে,—মাটি করলে; থাম—থাম!

ফতিমা। দেখতে দেখতে এত বড়টা কি ক'রে হলুম গো? আবার ছেলে

মানুষ হতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে গো !

আলি। হয়েছে, হয়েছে—বুঝেছি—হবার কারণ হয়েছে। হসেন,—হসেন, তার মা'র মাথা গরম হয়েছে। শীগু'গির একটা হাকিম আন।

(মরুজিনা ও হসেনের প্রবেশ)

মরু। ও গো, তোমরা হাকিম আন। হসেন সাহেবের জন্ম হাবিম আন—এলাজের বন্দোবস্ত কর, ওর মাথা গরম হয়ে সমস্ত রাত পথে পথে ; রুছিল ; যারে দেখতে পাচ্ছিল, তারেই চাবুক মারছিল। দারোগায় ধ'রে আনাগ নিয়ে যাচ্ছিল, আমি কোন রকমে হাতে-পায়ে ধ'রে এনেছি।

ফতিমা। তুমি কে ? কে ও, মরুজিনা ? তুই কি আমাদের কথা কিছু মনে পেয়েছিলি বাছা।

মরু। কতকটা পেয়েছি বৈ কি।

আলি। তা-টের পেয়েছিল পেয়েছিল। তুই টের পেলে আমাদের অনিষ্ট হই। টের পাস আর না পাস, বলি শোন! আমরা অনেক টাকা পেয়েছি। আর নেশা আমরা কেউ বরদাস্ত করতে পারছি না—টাকাগুলো তুই নিবি ?

ফতিমা। মিছে নয় টাকার গন্ধেই যখন আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়েছে, মানবুদ্ধি লোপ করিয়েছে, তখন ছুঁলে আরও কি কাণ্ড ঘটবে, তার ঠিক কি ? ও, দূর ক'রে দাও—ও আপন এখনি ঘর থেকে বিদেয় কর। মরুজিনা ঠাণ্ডা মেয়ে, গুকে দিয়ে দাও।

মরু। বটে, তুমি ত খুব ফেলখোস হোস্ত ? বাছা ! তোমার ছেলেকে চিনিয়ে আমার এই বৃষ্টি বকসিস—আমায় পাগল কতে চাও ? আমি বাঁদী—শমরা স্বাধীন গেরোস্ত ; তোমরা টাকার ধাক্কা সহিতে পারলে না, আমি কতে পারব ? তোমরা পাগল হলে দেখবার লোক আছে, আমার কে আছে ? আল বাঁদী কাশা-কড়ি দিয়েও কেউ কিনবে না। আমি চলেম বাছা ; সকাল । এখনই মনিব ডাকবে।

নেপথ্যে। আলিাবাবা ! আলিাবাবা !

মরু। ঐ বৃষ্টি মনিব আসছে? সর্বনাশ করলে—কোথায় যাব?

আলি। ভয় কি?

মরু। ভয় গো—বিষয় ভয়; আমায় এখন অপমান করবে।

হসেন। কি, অপমান করবে? আমার হুঁথুখে? আমি তাকে কেটে ফেলব।

আলি। কাটতে হবে না—কাটতে হবে না, ধাম।

হসেন। আমার যে মানরক্ষা করেছে, জ্ঞান ফিরিয়েছে, মিষ্টি কথায় আমার মন ভুলিয়েছে—তার অপমান সহিব?

আলি। অপমান করবে না—অপমান করবে না পাম।

নেপথ্যে। আলিবাবা!

ফতিমা। ওগো, যদি করে?

আলি। আরে না না—আমরা রয়েছে।

নেপথ্যে। দোর খোল—নইলে দোর ভেঙ্গে ফেলব।

আলি। দোর খুলে দিয়ে আয়।

হসেন। মা, আমার হুঁডুলটা দে ত।

আলি। আরে হতভাগা ছেনে, হুঁডুল কি হবে?

হসেন। যদি অপমান করে?

নেপথ্যে। এই দোর ভাঙলুম।

ফতিমা। অপমান করে বলে রয়েছে—আর করবে না! তুমি যেমন ঝাকা।

মরু। ও মা, আমাকে একটু লুকোবার জায়গা দে মা; তোমাদের হুঁথুখে যদিও না পারে, বাড়াতে গিয়ে নির্দয় মারবে।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

হসেন। মা, তুমি—আমার টাক্সি দাও; ও আমার খসম বলে দারোগা হাত থেকে রক্ষা করেছে; পুঁজিপাটা যা ছিল, সব দিয়ে রক্ষা করেছে। আমি ওর খসম—দাও, আমায় টাক্সি দাও—দাও শীগ্গির দাও।

(নেপথ্যে ঘারে করাঘাত)

আলি। আরে থাম থাম, আমি উপায় করছি।

ফতিমা। হ্যা হ্যা, উপায় কর! মরজিনা আমার বউ—ও থাকলে টাকা—উপায় কর।

আলি। তাই করছি। ফসেন, দে রে দোর খুলে দে।

(নেপথ্যে দোর-তক-শব্দ ও কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। কি হে আলি, সবাই মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে গাধার ঘুমুচ্ছ না কি? এত চীৎকার করছ, এত দোরের শব্দ করছ—কানে না?

আলি। এমন সময়ে আমাদের বাড়ী কেন ভাই?

কাসিম। এই যে এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আরে মর—মরজিনা, তুই ন কেন?

মর। হুজুর। আমি কাঠ কিনতে এসেছি।

কাসিম। ভোরবেলায় কাঠ কিনতে এসেছ? আলি স্ত্রীকা?

আলি। কি করতে এসেছ ভাই? আমার এমন কি সৌভাগ্য, তুমি এ করেছে?

কাসিম। আচ্ছা, তোমায় পাট করব এখন—আগে বাড়ী চল, তারপর; নাহেব তোমায় আদর দিয়ে মাথায় তুলেছে—হুশ কোড়া লাগাব।

আলি। রাগ করনা ভাই; ও স্বীনোক—তায় বালিকা।

কাসিম। বলি, ব্যাপারখানা কি আলি?

আলি। কি ব্যাপার ভাই?

কাসিম। টাকা কোথায় পেলো—কোথা থেকে চুরি করলে?

আলি। টাকা? টাকা কি?

কাসিম। বুঝতে পারছ না?

আলি। না।

কাসিম। বুঝিয়ে দেব ? (মোহর বাহির করিয়া) এইবার বুঝতে পারবে
আলি। ঠ্যা—ঠ্যা—ও কি ?

কাসিম। কোথা থেকে চুরি করেছ. বল না ? এত পেয়েছ যে,
দিয়ে মেপেছ ?

আলি। ভাই আমি চুরি করি নি—খোদা আমার দিয়েছেন।

কাসিম। খোদা আর দেবার লোক পায়নি। বড় বড় কাজী, মোলা,
বাদশা পড়ে রইল, আমি প'ড়ে রইলুম—আর খোদা দোস্তগিরি করে
সাহেবকে হাজার বৎসর আগের মোহর দিলে! শীগ্‌গির বল,
কোতোয়ালকে ডাকি।

আলি। কোতোয়ালকে ডাক, ক্ষতি নেই—কোতোয়ালকে ভয় করি
তবে তুমি ভাই, তুমি জানতে চাও, বলতে পারি। তোমার সূখে আমার
ভিন্ন বিন্দুমাত্র অসুখ নেই। যেখানে থেকে এনেছি সেখানে এত ধন আ
হাজার বৎসর দু'হাতে খরচ করলেও শেষ করতে পারবে না।

কাসিম। বটে বটে, আলি ভাই—প্রাণের ভাই—এক মায়ের পেটের
আলি, এটা কি সত্য কথা ?

আলি। সব সত্য। এক বর্ণও মিথ্যা নয়—এখনি তোমায় বলছি।

কাসিম। বল ভাই, শীগ্‌গির বল ভাই !

আলি। কিন্তু তার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর।

কাসিম। কি বল ?

আলি। প্রতিজ্ঞা কর, এই বাদীটির ওপর কোন অত্যাচার করবে না ?

কাসিম। হাঃ হাঃ হাঃ—আমি কি অত্যাচার করবার লোক !

আলি। না—হ'ল না, আমি তোমায় বিলক্ষণ চিনি ; তুমি এত
অধীশ্বর, আমি ভাই, কতদিন অনাহারে কাটিয়েছি, ফিরেও দেখনি !
তুমি ভাই বলতেও গুণা কর।

কাসিম। কে বলে—কে বলে ? কোন্‌ শালি বলে ? (মুজিবানার দিকে তীক্ষ্ণ

মরু। আমি বলি নি।

আলি। ও বলবে কেন? এ সহরের কে না সে কথা জানে? আমার সে কোর দুঃখ নেই। তবে এটা ত বুঝেছি—তুমি প্রাণশূন্য। তুমি প্রতিজ্ঞা যদি আবার মরুজিনাকে প্রহার কর?

কাসিম। আরে নানা; আমি মরুজিনাকে বড় ভালবাসি।

আলি। তোমায় বিশ্বাস হয় না। তুমি এক কাজ কর, মরুজিনাকে গায় বিক্রী কর।

কাসিম। অনেক টাকায় কিনেছি।

আলি। আসার যথাসর্ব্বশ্ব দিচ্ছি।

কাসিম। তুমি কি পেয়েছ না পেয়েছ—

আলি। আমি যা পেয়েছি, দশটা কাসিম সাহেবের ধন একত্র করলেও সমান হবে না।

কাসিম। আচ্ছা, মরুজিনাকে তোমায় দিয়ে দিলেম।

মরু। (নভজাহু হইয়া) করলে কি আলি সাহেব? আমার জন্ত আবার র হলে? না, না—আমায় ফিরিয়ে দাও।

আলি। আমি আবার কাঠ বেচে থাকব। নাও তাই, চল আড়ালে যাই—
[আলি, কাসিম ও ফতিমার প্রস্থান।]

হসেন। হ্যাঁ মরুজিনা! তা হ'লে তুমি আমাদের হলে?

মরু। সেটা তাড়াতাড়ি বলতে পারব না। কতটা সেখানে ছিলাম, তার তা খরচ হয়েছে, হিসেব ক'রে বলতে হবে।

হসেন। দেখ মরুজিনা, আজ আমার যে আনন্দ—

মরু। তবে এস, তোমায় একটু সরবৎ খাইয়ে দিই।

হসেন। দেখ মরুজিনা—

মরু। তা হলে সিরাজি।

হসেন। আবার কিরে, আমি আহ্লাবে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।
 হরু। ও তা হ'লে দেখছি—কাজী।

[হসেনের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গুহাসম্মুখ। কাসিম]

কাসিম। চিচিঙ ফাঁক—চিচিঙ ফাঁক। (বার বার উচ্চারণ) বে
 বেছে বেছে কথা বার করেছে দেখ। কোন্ বেটা করেছে? যেই
 বেটা চালাক বটে। এতবার মূৰ্খ কচ্ছি, তবু কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে—এ
 ভাল রকম কায়দা করতে পারছি না। চিচিঙ ফাঁক—লিখে আনলেই
 ভাল, যদি মন থেকে স'রে যায়? আহ্লাবে আটখানা হয়ে তাড়াতাড়ি
 এলুম, কাজটা ভাল হয় নি। চিচিঙ ফাঁক—চিচিঙ ফাঁক—চিচিঙ
 না না, এত রাস্তা. যখন মনে ক'রে এনেছি, তখন আর ভুলছি না। চি
 মাহুয খেতে না পেলে যা করে, তাই, আর তার উপর ইঙ, এই তিনটে
 আর মনে থাকবে না? খুব থাকবে চিচিঙ ফাঁক—পাঁচটা ঘোড়া এনেছি,
 হাইয়ে বেটারের এমন মোটা মোটা ক'রে রেখেছি, এক একটা পাঁচমণ করে
 পারবে না? না, যেটা সহজভাবে পারবে সেই ভাল! শেষকালে
 ভেঙে রাস্তার মাঝখানে প'ড়ে গেলেই বিপত্তি, প'ড়ে গেলে থলে
 রাস্তার মাঝে মোহর ছড়িয়ে যাবে—না না, কাজ নেই। মন তিনেক
 নেব, আর আমারই ত আসা যাওয়া। পাঁচবারে অল্প অল্প
 নিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে। তা হ'লে তিন পাঁচ পোনের মণ আর
 ঘরের এক মণ;—বা চলে!—আলির ঘরের মোহরগুলো আগে
 রেখে এলাম না। যদি পালায়? যাবে কোথায়—গলার টুটি টিপে
 আদায় করব না। বাঁদী বেটা টাকা—চালাকী কথা নয়। চিচিঙ
 —চিচিঙ ফাঁক—চিচিঙ বোজ্জ। আর কতদূর? এই ত সেই

ত সেই পাহাড়ের ধার। এ বাবা মাটা করেছে! আশে পাশে রানি রনি আর হাড় বে! বাবা কি ভয়ঙ্কর স্থান, আমাকে মেয়ে ফেলবার একটা ফন্দি করলে না ত? না না; এই না দোর? (উঠেবসে)
 ও ফাঁক (বারোক্‌স্টোন) ইয়া আল্লা—এ কি! (প্রবেশ) ইয়া আল্লা
 ট্যা হার—উ ক্যা হার—হায় কোন্ হার? [ভিতরে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

[গুহার অভ্যন্তরে কাসিমের প্রবেশ]

কাসিম। এ সব আমার, আমার টাকা, আমার টাকার সঙ্গে হুনিয়া
 র...কি না আমার? চাকর আমার, চাকরানী আমার, বাদশা আমার—
 আমার—চোর আমার—ফকির আমার—আমি বা ইচ্ছে, তাই করব।
 চাইব, তারে পাব—দলে দলে দোস্ত পাব—হাজার হাজার ইয়ার পাব—
 লাখ ইয়ারকির মুখ থুলে যাবে—আশেপাশে গানের ফোয়ারা ছুটবে—
 হাঃ হাঃ! আমি সব দেখতে পাচ্ছি—ওই রাজা আমায় সেলাম করছে,
 মন্ত্রা আমায় কুর্শি করছে, আদর অকরছে,—কি মজা! এখন কি
 ? এটা নিই কি ওটা নিই—হীরে নিই কি জহর নিই, জহর নিই
 মোহর নিই—আমি সব নেব, কিছু ছাড়ব না—আমি এখানকার
 কাশা কড়ি ছাড়ব না। এখানকার ধূলা বেড়ে নিয়ে যাব আমি
 —নাচব। তারপর? বাড়ীতে গেলেই সাকিনা এসে শোহর শোহর
 আদর কাঁড়াবে, কি এনেছ—কি এনেছ করে ছুটে আসবে; আদর
 ঝাঁচল দিয়ে মুখ মুছাবে; জড়িয়ে ধরে মানের কান্না কাঁদবে; দেবী
 , অনেককাল দেখতে পায়নি ব'লে জাকা জাকা ধোনা ধোনা
 ভিরঝার করবে—আর আমিও অমনি জুতোর ঠোকর ধেরে দূর করে
 তার বড় অহঙ্কার—তার বাপের বিদায় ব'লে সে অহঙ্কারে চোখে
 পায় না; তার অহঙ্কার আর সইব না—তার বাপের ধনে বড় বাহুব,

এ কলঙ্ক রাখব না। তার বিষয় তারে কিরিয়ে দ্বিগে ডাল্লাক দ্বিগে দুই ক'রে
 দেব! না না, তাই বা কেন?—বিষয় আশয় কেড়ে নিয়ে এক কাপড়ে বা
 ক'রে দেব। এখন আমার কপাল জ্বেরে; কাজী মোল্লা সকল চোর—
 আসবে শুনতে নালিস—অমনি হাতে করব তেলের মালিস; যেমন দেখ
 আড় নয়নে, নথের কোণে টাকা—অমনি সব শালা হবে স্তাকা। বলবে, সাকি
 বিবি—তাই ত, তাই ত, তোমার বাপের বিষয় ছিল, আমাদের মনে না
 ত। আর আলি! তুই আমার চোখের বালি—একবার হয়েছি অসাবধান
 অমনি সোনার মোহর লাঞ্ছন? একেবারে আমীর হয়েছিলি, সর্বনাশ করেছিলি
 তোকে রাখলে কি আর রক্ষা আছে। তোমার একেবারেই দুনিয়ার বা
 কতিমাকে করব আমার। আর মরজিনা? তুমি আমার সরেস বাদী—তোমার
 ধনমণি ছাড়ছি না? বাই এইবারে জিনিষপত্র গুছিয়ে, ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে
 আমার তোষাধানায় কতক নিয়ে যাই। (অন্তরালে গমন)

(নিয়তির আবর্তিত্য)

(গীত)

বত লেখা ছিল, সকলি ফুরাল,
 হিসাব নিকাশ কর রে জীব।
 সময় যে যায়, ডাক বিখাতার,
 এ অস্তিম্বে বহি চায় রে শিব।
 পিতা মাতা দ্বারা স্তূতা স্তূতে রাখি,
 এখনি মুদ্বিতে হবে ছ' আঁধি,
 রহিবে না বাকি হিসাবের ঝাঁকি,
 ধনবান্ কি বা হোস গরীব।

কাসিম। এক বস্তা হীরে পান্না চুনি জহর, এক বস্তা মূক্তা, তিন ক
 মোহর—কি ছেড়ে কি নিই? এখন এই নেঞ্জা যাক। তার পর আমার
 ত তোষাধানা, যখন বা দরকার হবে, এসে নিয়ে যাব। বা! সর্বনাশ করেছি

লে দোর খুলতে হয় ?—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ভোলবার কি উপায়
 হ, আটে পিটে মন বেঁধেছি—ভোলায় কে ? মাহুৰে খেতে না পেলে কি
 —খাই খাই ! খাই খাই ফাঁক—কই খোলে না ত । কি কল্পম—সৰ্বনাশ
 মাহুৰ খেতে না পেলে কি করে ? ওই ত করে—আবার কি করে ?
 —না না, তাও ত নয় ; হাঁ হাঁ—তাও যে নয় গো ! ওরে বাবা, কি
 খেতে না পেলে কি করে ? মোট বয়—চাকর হয়—চুরি—করে, বাটপাড়ি
 আমার মাথা করে, মুণ্ড করে—ওরে বাবारे, কি কল্পম রে ! না না,
 একটা ফলের নাম—ফাঁক ফাঁক, ঢেঁড়স ফাঁক, রাই ফাঁক, সৰ্বে ফাঁক,
 ফাঁক—মসনে ফাঁক—আল্লার দোহাই ফাঁক । ফাঁক, ফাঁক, ফাঁক । (উন্নত-
 পরিক্রমণ) গম ফাঁক, অড়র ফাঁক, মটর ফাঁক, ভুট্টা ফাঁক । ওরে বাবা
 লাম ফাঁক, আম ফাঁক, লিচু ফাঁক, কাঁটাল ফাঁক । ওরে বাবা রে—কি
 । ওরে কিসে দোর খোলে, কেউ ব'লে দে না রে । মাহুৰে খেতে
 কি করলে দোর খোলে, ব'লে দে না রে, সব দেব—গোলাম হব,
 —ওরে আলি—ওরে প্রাণের ভাই আলি । ভাই তোরে আমি সব
 মি ভোর হব, ভুই খেতে দিল খাব, না খেতে দিল, শুকিয়ে মরব ।
 সকেত আনিস । দে ভই, মেহেরবাগী ক'রে দোর খুলে দে ।
 ফাঁক, পেস্তা ফাঁক, মনকা ফাঁক, বেহানা ফাঁক, কিস্‌মিস ফাঁক, দোর
 হাই আলি—দোর খোল ।

থ্যে । চিচিঙ ফাঁক ।

দম । কে ও, আলি এলি ? (দহুগণের প্রবেশ) ওরে বাবা রে ।

কে ?

হ্যাঁ । চিনতে পারছ না—তোমার বাপ ।

[কাসিমকে লইয়া বহির্গমন

থ্যে । (বারজর বাপ শব্দ)

চতুর্থ দৃশ্য

[কাসিমের বহির্কাটা । সাকিনা ও মরজিনার প্রবেশ । সাকিনার গীত

আমার কেমন কেমন কচৈ কেন মন ।

চ'খ ছল ছল, পা টলমল, রগ কেন টন্টন্ ।

(আমার) শিউরে শিউরে উঠছে কেন গা,

খালি হৃদয় করতেছে ঝাঁ ঝাঁ,—

(আমার) হাড় মড় মড় বুক ধড় ধড়—

প্রাণ কেন বন্ বন্ ।

(এমন) ছটকটানি, প্রাণপোড়ানি—

কি ছাই অলক্ষণ ।

সাকিনা । আর যে আমি দাঁড়াতে পারছি না, মরজিনা, আমার
যে ট'লে ট'লে পড়ছে মরজিনা । (বৃত্তিকায় শয়ন)

মর । ও কি বিবি সাহেব ! ঘরে চল—বারবাড়ীতে থাকে না ।

এখন এসে পড়বে, জানোজানি হবে. বিপদ ঘটবে । ভয় কি । মানিব এ
ফিরে আসবে ।

সাকিনা । আর কখন আসবে, মরজিনা—আসবে মরজিনা ? হুপুয়
সজ্জা গেল, রাত্রি যায়—আর সে কখন আসবে, মরজিনা—আলি বলে,
তাই বুদ্ধিমান, তাই দিনের বেলায় এল না—বিশ্বাস করলুম । এখন আর
করে বিশ্বাস করি মরজিনা—ওরে মরজিনা রে, আমার বুক যে কেমন
রে । ও মা । তোর গলাটা দে মা । আমি একবার কাঁদি মা ।

মর । অনেক দূর থেকে আসছেন, তার ওপর ভারি জিনিস, তাই আ
রাত্রি হচ্ছে ।

সাকিনা । (মরজিনাকে আলিঙ্গন করিয়া) কি করলুম, মরজিনা—
পরের ধন মেখে হিংসে করলুম মরজিনা !—তিনি যে আমাকে বড় ভালবাস
মরজিনা । উঃ । কি করি—কোথায় যাই ?

চারিদিকে ভ্রমণ ও মরুজিনার পাখা হস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

মরু। ঘরে চল বিবি সাহেব।

সাকিনা। উঃ। জল, জল! ওরে বাবা, কি করলুম কি করলুম—কেন হতে দিলুম? কেন বললুম না—তুমিই আমার টাকা। জল—জল।

মরু। আবদালা। সরবৎ লে আও। (আবদালা সরবৎ লইয়া প্রবেশ)
আলি সাহেবের বাড়ী যা, দেখে আর—সাহেব বাড়ী আছে কি না? থাকলে
সাগির ডেকে আন। [আবদালা প্রস্থান।

সাকিনা। মরুজিনা, আমাকে কেলে বাস নি—আমার কাছে থাক।
আর আমার বান্দী নোস ব'লে কি আমার কাছে থাকাবি নি মা? তোকে কত
ষ্ট দিয়েছি।

মরু। সে কি, তুমি আমাকে মায়ের আদরে রেখেছ।

সাকিনা। আমার কাছে থাক মা, আর একটুখানি থাক।

মরু। আমি এই ত রয়েছি।

সাকিনা। কোথাও বাস নি মা!

মরু। আমার ভেমন মনিব নয়। তোমার কাছে থাকলে কিছু
বে না।

সাকিনা। আমি তোমার এমন মনিবের রিষ ক'রে এই সর্বনাশ ঘটিয়েছি মা!
; কি হ'ল, মরুজিনা—আমার কি হ'ল মরুজিনা! (পরিবেষ্টন) আমি
বাগমায়ের বড় আদরের মেয়ে—আমার নসিবে এই ছিল? আমি যে
দেও বড় ছেলেরাছব—আমি যে আজও একলা থাকতে শিখিনি রে
জিনা! (আলিগাবার প্রবেশ) ওগো আলি তাই গো! ওগো আলি
ই গো!

আলি। খামো—খামো, কর কি—কর কি?

সাকিনা। আমি যে খামতে পারি না গো! (আলিকে জড়াইয়া)
আমার প্রাণের আলি তাই গো।

(সাকিনা, আলি ও মরজিনার গীত)

সাকিনা ।

আরে মেরা ভেইয়া

গাঁস্তি লেকর ছান্তি ফাড়ে জালিম্ মেরা সেইয়া ।

আলি ।

আবি চুপ চাপ রও খোড়ি

মেরা গর্দান দেও ছোড়ি ;

মরু ।

বিবি মাং ঘাবড়াও খুব জলদি

লেওটবে তেরা জোড়ি ;

সাকিনা ।

যবতক উয়ো নেহি ধুমেগা

হাম্ না জোড়ি বেইয়া

এসি টানে গা এসি বলে গা,

হেইয়া জোয়ান হেইয়া ॥

আলি । হা হা থামো,—কর কি—কর কি !

মরু । থামো, বিবি সাছেব, থামো ।

সাকিনা । ওগো ! আমার প্রাণের কাসিম এখনও এসো না যে পো !

আলি । আমি এখনি যাজ্ছি । মরজিনা, বাড়ীতে যা ত মা, গাধা তিনটে

আনু ত ।

সাকিনা । মরজিনা থাক ।

আলি । তবে আবদালা যা ত ।

সাকিনা । আবদালা থাক ।

আলি । তবে আমিই যাজ্ছি, দেখো, গোল ক'র না ; সর্বনাশ হবে—
বিপদ ঘটবে ।

সাকিনা । আমার কি হবে—আলি, আমার কি হবে ?

আলি । তোমার লোকজন, টাকাকড়ি, খসম, সব হবে—কেব না । আমার
ভাই বোকা নয়, সে ঠিক আসবে, এসে তোমায় রাগী করবে ।

সাকিনা । তবে শীগ্গির শীগ্গির যাও পো, আর যদি না পারে পাও পো ?

আলি। পাব, পাব—ঠিক পাব। চেষ্টা না, গোল ক'র না। [প্রস্থান।
 সাকিনা। মরজিনা, আমায় একটু বাতাস কর। (মরজিনার তথাকরণ)
 না, আমায় একটু সিরাজি এনে দে।
 মর। তা আনছি—ব'স। [প্রস্থান।

(সাকিনার গীত)

আশে রেখেছি প্রাণ সে কি রে আসিবে ফিরে।
 স্মৃধ-সাধ অবসাদ ভাসিতেছি অ'গ্নিনীরে ॥
 সে মোহিনী প্রেমগান, প্রণয়েরি স্মৃথতান,
 আবেশে আকুল পোড়া প্রাণ ;
 অলে জালা ঝিকি ঝিকি জ্বেসে ওঠে ধীরে ধীরে ॥
 কে আর সোহাগভরে ধরিয়ে কল্প 'পরে,
 মুছাবে মরম-বাথা আদর করে,
 প্রেম-ভোরে বাধি মোরে পরাবে রে মতি-হীরে ॥

পঞ্চম দৃশ্য

[কাসিমের গৃহ-প্রাঙ্গণ। মরজিনা]

ম্। কাসিম ত খাটা খাটা মরেছে। চক্ৰ কটার মধ্যে এখন সে এল
 এখন সে নির্ধাত মরেছে। তা হ'লে সাকিনা বিবি কি করবে? কি করবে?
 র ভেবে দেখি, কি করবে? আমীর ওমরাওএর বিবিরে যা করে, তাই করবে।
 প্রথম দিন দুই চার কাঁদবে, তার পর দুই চার দিন 'কি করি, কি করি'
 তারপর এক হাতে চোখ মুছবে, আর এক হাতে বিষয়ের গায়ে হাত
 । বিষয় মেরেমানুষের হাত পেয়ে থাকবে থাকবে তেউড়ে উঠবে। আজ
 সাজনা আদায় হ'ল না, কা'ল অমূকের মোকদ্দমার ডিক্রীজারি হ'ল না,
 টবিল তছরপাত, তার পরদিন লাটের কিস্তি বন্ধ। একটা দাওয়ান না
 ত চলবেই না। দিন কতক বিবি সাহেব খেঁকি হবে, বাঁদী বাসদার-

প্রাণ থাকে—আড়ালে থাকলে ডেকে হায়রাণ হবে, হুহুখে এলে দূর দূর করে করে ভাড়িয়ে দেবে—‘এটা দে, ওটা দে’ করে তর্ক করবে, আর এনে দিলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তার পর আলো সহাবে না—আঁধার সহাবে না, তা সহাবে না। আর কান ভেঁ ভেঁ, মাথা কটু কটু, বুকে ব্যথা, চোখের জ্বালা—এগুলো তা কাউ, কাজেই কাজী সাহেবকে আসতেই হবে—কাজী এলেন। মোজা এলেন, মোজা এলেন ত তাঁর সঙ্গে কন্যাও এলেন; এই রকম আসতে আসতে খেঁচটা এলেন, বাই এলেন, হুড়ি হুড়ি বাসি এলেন, থলে থলে ডি এলেন, বাজরা বাজরা বাধান-পেঁস্তার হল এলেন, জালা জালা সরবৎ এলেন নিপে নিপে সিরাজি এলেন, সকল আপদ চুকে গেলেন—দাঁড়ান মশাই চাক ছিলেন, মনিব হলেন। কাসিম বাবে বলেই কি গাফিনা বিধির সংসার বাবে কিন্তু আলি সাহেবের কি হবে? আলি সাহেব বথাসর্ব্বম্ব দিয়ে আমার বলি করেছে; আমি তার ঘরের এখন বাঁধী নই, রাণী হয়েছি; আমার বড় আদর-বড় বড়। আর হসেন—তার ভাইয়ের অধিক স্নেহ, আমাকে হুঁদী করবার তার কত চেষ্টা। এমন মিষ্ট হৃন্দর প্রাণময় হসেন—

(স্তম্ভ)

ভালবাসে তাই ভাল বাসিতে আসে

আমি যে বেলেছি ভাল সে বাসা সে ভালবাসে।

সে হাসিটি সে মুখের,

সে চাহনি সোহাগের;

দেখিয়া চিনেছি টান এ হৃদি আকাশে ভালে;

হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মুহু মুহু হাসে।

তাদের ধনে কোথাকার কে এসে আশীর হবে। কাসিম ফেরে আজ্ঞা-ফেরে, একটা উপায় চাই। চেষ্টা করে দেখি, তার পর খোদার বলি।

০ (আবদালার প্রবেশ)

আব। মরজিনা?

মর্। কেন মর্জিনাকে ?

আব। তুই ভাবছিল কি ?

মর্। এঁচে বল দেখি !

আব। বলব, তুই ভাবছিল “আবদালার মতন যদি একটা সুপুরুষ পাই ত কে সাধি করি।”

মর্। কাছ ঘেঁসে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ধরতে পারিস নি, আমি ভাবছিলুম, বদালা যখন ম'রে যাবে, তখন পোর দেখে কে ?

আব। কেন, তুই পারবি নি ?

মর্। আমার হাতে বড় ব্যাধা।

আব। বলিস কি, তা হ'লে ফলার শেকেছে বল। না হ'লে কেউ হাতটা কয়ে ধরেছে ?

মর্। কেন ধরবে না ? চিরকাল বাদী থাকব, সাধি হবে না ? নে বাজে। রাখ, আমায় খুঁজছিলি কেন ?

আব। একটা দুঃখের কথা বলব বলে।

মর্। কি ?

আব। ফতিমা বিবির বাড়ীতে কে মগ্নেছে ?

মর্। চোপ পাজী।

আব। ফতিমা বিবি কাঁদছে।

মর্। চোপ পাজী।

আব। কেউটে সাপের মত ফোস ক'রে উঠলি যে ? ওইখানেই আঁতের না কি ? তা বাই হ'ক বাবা ! যে আঁতের ঘরে একটা হানা পড়েছে। ওমা বিবি 'হুসেন রে—হুসেন রে', বলে যেমন ডাক-ফুকুরে চেঁচিয়ে উঠেছে, নি আলি সাহেব তার মুখে খাবা দিতে লেগেছে।

মর্। চোপ রও—বুটবাং, আলি সাহেব ঘরে নেই।

আব। আমি নিজের চক্ষ দেখে এলুম, তোমার ও তখি শুনবে কেন, ধন ?

মর্। বলিস কি আবদালা। (উপবেশন)

আব। বসে পড়লি যে মর্জিনা ?

মর্। হাত থেকে একটা লিনিস পড়ে গেছে।

আব। তবে ব'সে ব'সেই শোন।

মর্। আর আমি শুনব না।

আব। সে কি ? এখনও মজার কথা প'ড়ে রইল—শুনব না বললে ছাড়
কে, বিবিজান ? আলি সাহেব ত মুখে ধাবা দিতে লাগল, আর ফতিমা বি
হাতের কাঁকের ভেতর দিয়ে বতকণ পারলে ক্যাক্ ক্যাক্ করতে লাগল। বি
বোঝা কাঠ শুক তিনটি গাধা ! আলি সাহেব সেগুলো সামলাবে—
ফতিমাকে সামলাবে ; না 'হসেন হসেন' ক'রে চোঁচাবে !

মর্। আবদালা—আবদালা, তুই স'রে যা।

আব। এই যে, কথাটা শেষ ক'রে যাচ্ছি। তার পর ত হসেন এল—

মর্। কি বলি ?

আব। তুড়কি লাফ মেরে উঠলি যে ! হসেন এল ব'লে এল—একেব
মর্জিনা বিবির রগ ধ'সে এল।

মর্। তোর গল্লটা বড় মিষ্টি লাগছে।

আব। তোর মুখটা কেমন শাকসেড়ে গেছে, তোর নাড়ী চন্ চন্ কর
তোর বুক ধড় ধড় করছে।

মর্। বেশী খানিকটে মিষ্টি একেবারে কান দে চুকিয়ে দিয়েছিল—গ
আটকে গিছিল। আবদালা, কা'ল তোকে আমি পোলাও খাওয়াব।

আব। তার পর হসেন ত এল—

মর্। আবদালা, কা'ল আমি তোর সব কাজ ক'রে দেব।

আব। তারপর হসেন ত এল—

মর্। তাঁর এসে কাজ নেই, আমি সব বুঝেছি !

আব। তার পর হসেন ত এল—

মরু। আরে খাম, বিবি সাহেব আসছে।

আব। তারপর হুসেন তু এল—

মরু। (আবদালার কর্ণ ধরিয়া) আবার!

আব। আরে হুসেন নয়—কাসিম, কাসিম—

মরু। বলিস কি?

আব। একেবারে চার ফালি—

মরু। বলিস কি? চ'লে যা, চলে যা—সাকিনা বিবি আসছে।

[আবদালার প্রস্থান।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। রাত্তিরও ত গেল মরুজিনা!

মরু। তা ত দেখতে পাচ্ছি।

সাকিনা। তবে কি আমার কপাল ভাঙ্গল? কাসিম কি আর ফিরবে না? বুঝেছিল কি?

মরু। এখনও ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। আলি সাহেব না দিল্লীয়ে ঠাবুঝি মিছে। বিবিসাহেব, ডের রাত হয়েছে। একটু ঘুমোও গে আমি দার দেখে আসি।

সাকিনা। ঘুম হ'ল না যা—ঘুম হবে না যা—ঘুমতে গিয়ে কুশপ্ন দেখেছি।

মরু। কি দেখেছ বিবি সাহেব।

সাকিনা। দেখেছি, আমার যেন আবার সাদি হচ্ছে—লোকজন হৈ হৈ রৈ হচ্ছে—আবদালা নাচছে, তুই পাচ্ছিল—আর কাসিম আমার একটি কোণে ঘে ফ্যান্ ফ্যান্ করে চেয়ে আছে। আমি তার মুখ দেখে কাঁদছি—কন্না পড়ছি।

মরু। তা হ'লে বিবি সাহেব, আমিও বলি, আমিও একটু ঘুমতে গিয়েছিলুম, ওই রকম একটা একটা কুশপ্ন দেখে জেগে উঠেছি।

সাকিনা। ঠিক আমার মতন?

মরু। প্রায়! আমি দেখেছি, তুমি যেন নতুন খসমের গলা খঁরে কা
আর কাসিম সাহেব একটা বটসাহের ডাল নাড়া দিচ্ছে।

সাকিনা। বলিস কি?

মরু। দেখে আমি কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়লুম, বিবি সাহেব!

সাকিনা। তবে আমার কাসিমের বৃষ্টি কি হ'ল রে?

মরু। আস্তে আস্তে!—পাড়ার লোক জানতে পারলে সর্বনাশ ঘটবে
বিবি সাহেব! মোহরের কথা বাতশার কানে উঠলে ধনে প্রাণে বাবে।

সাকিনা। কি করি, কিছু বুঝতে পারছি না মা!

মরু। কি আর করবে বিবি সাহেব—খোদার হাত, আমাদের ত আর
আলি সাহেব আনুক, সে কাঁদতে বলে কাঁদবে, চূপ ক'রে থাকতে বলে চূপ ক'
আর কিছু করতে বলে, তাই করবে। আমি আসছি।

সাকিনা। না মা, তুই থাক মা, আমি যে কখনও একলা থাকি নি
একলা থাকতে জানি নি যে রে মরুজিনা।

মরু। আবদালীকে ডেকে দিই, ততক্ষণ তাকে রাখ।

সাকিনা। নে থাকা না থাকা দুই সমান, তুই থাক মা—তুই থাক।

মরু। বেশ, রইলুম।

সাকিনা। আচ্ছা আমার স্বপ্নের খসমকে তুই চিনতে পেরেছিল?

মরু। কতক কতক।

সাকিনা। কে বল দেখি?

মরু। সে কেমন চেনা চেনা—অচেনা অচেনা।

সাকিনা। দেখে থাকিস ত বল না!

মরু। যেন আলি সাহেবের মতন ধরণটা।

সাকিনা। ছুর পোড়ারমুখী!

মরু। হ্যাঁ বিবি সাহেব, সত্যি বিবি সাহেব।

সাকিনা। আলির আর কিছু আছে কি? সর্ব্ব্ব দিয়ে ত তোকে কিনে

১। তোমার কি বিশ্বাস হয় ?

কিনা। সবই আছে, হুঁচান খলে ফাউ দিয়েছে—না ?

২। আমি বলতে পারব না বিবি সাহেব, আমি এখন তাঁর বাদী।

কিনা। গুরে আমারও কাসিম পাঁচটা বোড়া নিয়ে গিয়েছিল যে রে !

৩। চূপ চূপ।

কিনা। কতিয়া খুব হাত ছুলিয়ে ছুলিয়ে বেড়াচ্ছে ?

৪। আর কি করবে ?

কিনা। গুরে, সে আমার কাছে যে কাঠ বেচত রে, আমি যে স্কোয়
সে কথা কইতুম না রে !

৫। চূপ চূপ, কে দোর ঠেলেছে—ঘরে বাও। ঘরে বাও।

কিনা। আমি চম্ভ, দেখিল মা—দেখিল মা। [সাকিনার প্রস্থান।

৬। গুরে বেটা, তোর ভেতরে ভেতরে এত ! কাসিম মরেছে কি না,
এখনও পাসনি। এখনি এমন বেছে বেছে স্বপ্ন দেখছ। বাই হ'ক, এতে
মনিবেয় ভাল, তা নইলে বেটা তোকে পরজার পেটা করতুম—তা তুই

৭। বেটা বেইমানী। বাই, আমার মনিব কি এনেছে, একবার
সি। [প্রস্থান।

বর্ত্ত দৃশ্য

প্রমোদোদ্ভান। ঝাড়ু হস্তে বাদীগণের প্রবেশ। বাদীগণের গীত]

এমন ক'রে হতাহরে রেখেছে বাগান।

থাকলে মালী শোনু লো বলি, হুঁতো যে তার টান।

বাসের গোছা এলিয়ে রেখেছে,

হেঁড়া ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে,

ঝেঁটিয়ে কত রাখব হাতে ব্যথা ধরেছে ;—

মাঝে প'ড়ে কল্লা গোলাপ হ'ল লো হায়রাণ।

[প্রস্থান।

(আলি, সাকিনা ও মরজিনার প্রবেশ)

সাকিনা । আমি আর কি করি আলি সাহেব, আমার হাত-পা আসছে না মরু । দেখ, তাড়াতাড়িতে একটা গোল করে বোস না । আমি ব চার ফালি মুর্দা কোন রকমে সেলাই ক'রে, লোককে জানাও, কাসিম সাহেব বেমার হয়েছে ; তার পর লোক-দেখান হাকিম ডাকিয়ে, হাওয়াই আনি গোর হাও ।

আলি । বেশ কথা । তবে বা মা মরজিনা, বাজারের ও ধারে বা মৃত্তাক ব'লে এক জন গুস্তাচ চমার আছে, তাকে এই রায়েই নিয়ে আ কিত একটু চালাকি ক'রে আনিস, সে আগে থাকতে না সন্দেহ ক'রে ক তুই চালাক মেয়ে, তোকে আর বেশী বলব কি ?

মরু । আচ্ছা ।

আলি । সাকিনা বিবি, চল, এখন আর পাগলের মত ঘুর না । শুভ ফতিমার কাছে দু'কটা বসবে এস ।

সাকিনা । ... উঃ !

[আলি ও সাকিনার প্রবেশ]

মরু । এখন সাকিনা বিবির জন্য আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠ উপায় একটা করতেই হবে, হসেন ত আমার হাতে, আর ফতিমা যে কে পিতৃশি, তাকে রাজি করতে কতক্ষণ ? (হসেনের প্রবেশ) দেখ হসেন সা তোমার বাপ-মাকে ব'লে আমায় আবার বেচে কেল ।

হসেন । ও কি কথা মরজিনা !

(মরজিনার গীত)

মরু । আমি ঢের সয়েছি, আর ত সব না ।

তোমার কুটিল নয়ন, ছলের বাঁধন বেচে পরব না ।

বহুত ঝাঙ্গা বুক পেতে নিছি, জালায় জীর্ণ হয়েছি ।

এবার পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাব আর ত রব না ।

হসেন । এ সব কি কথা মরজিনা ?

আগিনীদ্বারা

মবু। তোমার বাপকে ডেকে আমার এখনি বেচে ফেল—তরলইছে না।
হ নিষ্ঠুর—সাকিনা বিবির জন্ত সবাই কাঁদছে, আর তোমার চোখে জল নেই!
হসেন। নেই কে বলে মবুজিনা? আমার চোখের জলে ছুনিয়া ভেসে
; কিন্তু মবুজিনার মন ভিন্নল না!

মবু। ছুনিয়ার পোড়া করাৎ। তুমি কার জন্ত কেঁদেছ? নিজের জন্ত যে
ল-কুকুরেও কাঁদে। আরে ছা—তা হ'লে তু এখনই বিক্রী হতে হ'ক
! আর খন্দের! এক পরস্যার বাঁদী বার! এক, দ্রো—খন্দের চ'লে আর।

হসেন। তা হ'লে কি করতে হবে?

মবু। ওই ফুলগাছের পাশটিতে ব'সে কাঁদ গে, আমি দেখে চন্দু সার্থক করি।

হসেন। বেশ—চন্দু।

[হসেনের প্রস্থান।

মবু। ফতিমা বেটা আসছে!

(ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা। পরজার মারব, খাঁটা পিটব—এত বড় আন্দা—আবার নিকে?
মবুজিনা, কোথায় আলি?

মবু। তারা মাহুব দেখছে, আর স'রে স'রে যাচ্ছে।

ফতিমা। তুই একবার দেখিয়ে দে না।

মবু। কেঁদে কেঁদে সবার চোখ ফুলে গেল, কে সন্ধান দেবে? ওই দেখ
ন সাহেব কাঁদছে!

ফতিমা। হসেনও কাঁদছে?

মবু। কেবল কাঁদছে? কান্না খামাতে পারছি না। 'চাচি রে' 'চাচি রে'
। গলা ভাঙ্গিয়ে ফেলে।

ফতিমা। ও মবুজিনা—কি করি মবুজিনা?—তা হ'লে যে নিকে হ'ল।
রিও যে কান্না পাচ্ছে মবুজিনা!

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। কে ও, দ্বিধি এলি? দ্বিধি রে!

কতিয়া। (ছুটিয়া সাকিনার গলা ধরিয়া) রে-এ-এ-এ।

(হসেনের প্রবেশ)

হসেন। চাচি রে—চাচা রে।

মু। রে—এ-এ-এ।

কতিয়া। কেদো না বোন, আমি উপায় করছি। কাহিলি নে মরুজিনা।
কাহিলি নে হসেন—আয় আবার সঙ্গে। [সকলের প্রস্থান।

(অলের চুপী লইয়া বাঁদীগণের প্রবেশ)

(বাঁদীগণের গীত)

কোটে ফুল শুকনো ডালে কেখনি যদি আয়।

চালি ঠাণ্ডা পানি ফুলখনি লো আড়নমনে চায়।

সোহানে নুঠে মনু, ছুটে আসে তোমরা বন্ধু,

চলে ফুল হয় লো আকুল ফুলকূরে হাওয়ায়।

(গুলো কেখনি যদি আয়)

সাথের লহর উজান ব'রে যায়।

করবেশে আলি ও তৎসহ আবদালা, বাঁদীগণ, সাকিনা, মরুজিনা ও কতিয়ার প্রবেশ।

(গীত)

আলি। চূপ চূপ চূপ আন্তে কাম বাজাও।

ছিপায়কে সব মাফ করলেও কাছে কো সোল মাচাও।

বাঁদীগণ ও আব। চূপ চূপ চূপ আন্তে কাম বাজাও।

সাকিনা। বান্দা সাচ বোলা হায় তুম্।

মরু। বিবি সাচ বোলা বাহুম্,

কতিয়া। সে কি ? কিহু হবে না ধুম ?

বাজা বাজবে না হুম্ হুম্ ?

আলি। মেরা ধরমে ত্তরা মুদী-ত্রাহার

কেয়াবাং বাতাও, বুয়া কেয়াবাং বাতাও ?

বাঁদী ও আব। চূপ চূপ চূপ আন্তে কাম বাজাও।

ছিপায়কে সব মাফ কর লেও কাহেকো সোল মাচাও।

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

(মৃত্যাকার হোকান। মৃত্যাকা ও মৃচি মৃচনীপনের গীত)

পুরুষগণ। বাঁ গুড় গুড় বাঁ গুড় গুড় বাঁ গুড় গুড় বাঁ।

ধাঁই ধড়াধড় ধাঁই ধড়াধড় বে-মাথলে বা।

স্ত্রীলোকগণ। পর ম্লুকে গইল মরম মরকে আইল না।

পরমা কি রে করমা কাক

বিবি বাড়াইল পা।

পুরুষগণ। বাঁ গুড় গুড় বাঁ গুড় গুড়...ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকগণ। কসম খায়কে কর লো

ধসমবে মাথোর পনা

জলদি অর করদি নিকা কইলো বে-পরোয়া।

পুরুষগণ। বাঁ গুড় গুড় বাঁ গুড় গুড়...ইত্যাদি।

মৃত্যাকা। বোবা, একটা টাকা পাইয়ে দে, আট আনার মরাপ, দু'আনার পাই, চার পরসার এগা, চার পরসার চেনাচুর, আর চার আনার বিচুড়ি ন বাই।

(মহাজিনার প্রবেশ)

মহ। বাবা মৃত্যাকা। (হাতালের ভাণকরণ)

মৃত্যাকা। কি বিবি সাহেব?

মহ। তোমার হোকানে একটু বসবো?

মৃত্যাকা। সে কি বিবি সাহেব। আমার এ জুতোর হোকানে? সে কি বিবি সাহেব?

মহ। আর কি বিবি সাহেব। আমি এই পড়লুম। বাবা মৃত্যাকা!

মৃত্যাকা। কি বিবি সাহেব?

মদু। তোমার দোকানে গড়াগড়ি বাব ?

মুন্ডাকা। হাঁ হাঁ, কর কি, কর কি, কর কি—বিবি সাহেব? দোকানে গড়ালে ধড়ের আসবে না। বউদির সময় গড়াগড়ি খেও না, বোহাই বিবি সাহেব !

মদু। তা হ'লে কি করি বাবা মুন্ডাকা ?

মুন্ডাকা। তোমার হয়েছে কি বিবি সাহেব ?

মদু। আমার পায়ের জ্বালা হয়েছে।

মুন্ডাকা। রাত্রে খুব বেশী গিরাঙ্গি খেয়েছ বুঝি ?

মদু। উ হু।

মুন্ডাকা। গিরাঙ্গির মরেছে বুঝি ?

মদু। উ হু।

মুন্ডাকা। গিরাঙ্গির কার সঙ্গে আসনাই করেছে বুঝি ?

মদু। বাবা মুন্ডাকা, তুমি কি পীর ? ঠিক ধরেছ বাবা।

মুন্ডাকা। কেমন, ঠিক ধরেছি না ?

মদু। বাবা মুন্ডাকা !

মুন্ডাকা। কি বিবি সাহেব ?

মদু। বাবা মুন্ডাকা, আমি তোমার দোকানে গড়াগড়ি দেব আর কাঁদবো।

মুন্ডাকা। হাঁ হাঁ, কোতোয়ালীতে ধরে নিয়ে যাবে। হাঁ হাঁ, এখন সকাল হয়ে যাবে—লোক জানাজানি হবে—আমার পসার মাটা হবে—কর কি ? কোথা থেকে আমার মজাতে এলি বিবি সাহেব ?

মদু। তা হলে উপায় কর, হাঞ্জরাই হাও।

মুন্ডাকা। বুঝে বুঝে ঠিক জায়গায় এসেছ বিবি সাহেব ! ও রোগের হাঞ্জরাই এইখানে আছে। কিন্তু তোমায় দিতে আমার সরম হচ্ছে।

মদু। কেন বাবা মুন্ডাকা ?

মুন্ডাকা। আরে বেটা, তোমার গাটি তুলতুলে, মূৰ্খানি তুলতুলে, চোখ ছুটি

হস্কলে—কি বলে তোকে সে হাওয়াই বাজারাই ?

মহু। কি হাওয়াই বাবা মুক্তাকা ?

মুক্তাকা। এই খটাপট পিঠে পয়জার। একবার ঝাড়তে পারেই পারে
আলা দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাবে।

মহু। বাবা মুক্তাকা, তুমি প্যাগবর। এই টাকা নাও—পয়জার মার ; তুমি
হেঁড়া প্রাণ জোড়া দিতে পার। (মুত্রাহানের উত্তোগ)

মুক্তাকা। বাবা—এ কি ? মাফ কর বিবি সাহেব। অতটা পারি না বিবি
সাহেব ! তবে কাটা শরীর বেমানুম জুড়তে পারি !

মহু। পার ?

মুক্তাকা। একবার দিয়েই ঘের না।

মহু। তা হলে এই বায়না নাও—আমার সঙ্গে এস। (স্বর্ণমুদ্রা প্রদান)

মুক্তাকা। (বগত) এ কি ? একটা মোহর বায়না ! এ বেটা ত সামান্ত
লাক নয় !

মহু। ভাবছ কি ? ওঠ ! (স্বর্ণমুদ্রা প্রদান)

মুক্তাকা। অ্যা অ্যা—বেগম সাহেব, শাহাজাদী—বান্দা পরীব।

মহু। কিন্তু পথে তোমার চোখে কামাল বেঁধে নিয়ে যাব।

মুক্তাকা। মারা যাব শাহাজাদী ! আমি গরীব, আমার খেতে পরতে
মনেকগুলি।

মহু। তুমি কি ? তোমায় খুন করতে নিয়ে যাব না—তোমায় আধর করব।
আমার মুখানা দেখলে কি খুনে বলে বোধ হয় ? বাবা মুক্তাকা ! বাবা মুক্তাকা !

মুক্তাকা। তা কি হয়—তা কি হয় ?

মহু। আমার চোখে কি জুইমি মাখান থাকতে পারে ?

মুক্তাকো। তা কি পারে ?

মহু। (মুক্তাকার গায়ে হাত বুলাইয়া) এ হাতে কখন কি অস্ত্র ধরা চলে,
বাবা মুক্তাকা !

মৃত্যাক। আরে আল্লা (বাড় নাড়িয়া) তা হ'লে কি সত্যি সত্যি স্বা মিতে হবে? সত্যি সত্যি কি কারও হাত পা কেটে গেছে?

ময়। আমি কাটা পড়েছি—আমার জান্ নিকলে গেছে, বাবা মৃত্যাক! স্বা নাও, বাবা মৃত্যাক যেখানে যা আছে সব নাও।

মৃত্যাক। নিরে রাখি, পথে আসতে ধকেরও জুটে বেতে পারে। (বসত) আজকে আমার জোর কপাল। এত দেখছি কোন গুন্নরাগুর ঘরের ঘেরে—রায়ে বেরিয়েছিল, যে বেটা বার করেছিল, সে বেটা ভেগেছে, এখন একা কিনতে পারছেননা, তাই আমার আশায় আছে; কিন্তু পাছে কার বাড়ী জানতে পারি, তাই চোখ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। বাক্ কার বাড়ী জানবার স্বরকার কি? আমার বরাতে কিছু পাওনা ছিল, পাওরা গেল! (ঘরের ভাঁড় বগলে করিয়া) নাও, বিবি সাহেব, চোখ বাঁধ। চোখ না বাঁধলেও চোনতো, আমি আপনার গোলার—আমি বলতুম কি বিবি সাহেব?

ময়। বাবা মৃত্যাক আমার মন্ত মান।

মৃত্যাক। তা বুঝেছি বিবি সাহেব, ওনে বাঁধ বাঁধ, কতি নেই।

ময়। বাবা মৃত্যাক, তুমি বড় আচ্ছা আদমী, আমার নিকে হ'তে সাধ হই।

মৃত্যাক। এ আল্লা—আমার কি সেই নসিব? কেন বিবি সাহেব, আমার আসমানে তুলছো?

ময়। বাবা মৃত্যাক, আসমানে তুলছি, আসমানেই রাখব, ফেসব না—বাবা এখন চল, একটা গান শুনবে?

মৃত্যাক। ছিঃ ছিঃ ছি! পড়ে মরবো যে বিবি সাহেব! বিষম খাব যে বিবি সাহেব!

(ময়জিনার গীত)

হাসে ছোড়ি দে রে সৈইয়া ছোড়ি দে রে—

ময় নেহি জানে দুনিয়াদারি।

জোরাবরিসে গীত নেহি হোগা,

ভেরা গীত (হো হো ঝিক্কা) স্বক্কারি।

তোৰি লিখে গোয়ে গোয়ে, অঁৰিলা লালি হোৱে,

তোৰ মেহি আওৱে

সভিনী ধৰকো মজা উঠাওৱে—

বেইমানকো এইগাঁৱৰ দাঙ্গাধাৰি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গুহাৰ সমুখ। দহাগণ]

সৰ্দাৰ। দেখ, দেখ, ৰাগেৰ মাথায় তখন এক কাজ কৰা গেছে, মূৰ্দ্ধোটাকে চাব কালি কৰে টানিয়ে ৰাধা হুয়েছে, কাজ ভাল হয় নি। তখন কাৰও জান হ'ব না—মাহুৰটা চিৰকাল টাটকা থাকবে না—পচলে কেন্নাৰ টেকা ভাৱ হ'বে।

১ম দহা। আমি সে সময় মনে কৰেছিলুম।

২য় দহা। আমিও বলবো মনে কৰেছিলুম।

৩য় দহা। আমি বলতে বলতে তুলে গেছলুম।

সৰ্দাৰ। থাক, বা হ'ব তহা হুয়েছে, এখন এক কাজ কৰ। তুমি মূৰ্দ্ধোটাকে বাইৰে কেসে দাও, তুমি গুপ্‌গুপ আলিয়ে ধৰেৰ চাৰিহিকে ধুনো দাও, আৰ তুমি শেৱালী আৰ সিন্নাজিৰ বোভল নিয়ে এস। এবাৰকাৰ তাপটা ফলকে গেল, ভিন বিনেৰ ভেতৰ একটাও ধোৱাক জুটলো না। মিছে বেহনত, গা মাটা মাটা, কন ধাৱাপ। শীগ্‌পির দাও, সিন্নাজি লে আও।

১ম দহা। বো হুয় (গুহাঘাৰে কৰাঘাত) চি চিও, কীক।

[গুহাৰ ভিতৰ দহাওৱেৰ শব্দান।

(বেগে প্ৰথম দহাৰ প্ৰবেশ)

১ম দহা। সৰ্দাৰ, সৰ্দাৰ!

সৰ্দাৰ। কি, ব্যাপাৰ কি?

১ম দহা। লাস নেই—

(২য় দহাৰ প্ৰবেশ)

সৰ্দাৰ। লে কি! অঁ! অঁ! তোমাৰ কি?

৩য় দ্বন্দ্ব। বোতল ফটাফট।

সৰ্দাৰ। সে কি? সে কি?

সকলে। সে কি, সে কি? এ ক্যা বাৎ?

(৩য় দ্বন্দ্ব্যৰ প্ৰবেশ)

৩য় দ্বন্দ্ব। সৰ্দাৰ, সৰ্দাৰ (মাথায় হাত দিয়া উপবেশন)।

সকলে। আবার কি? আবার কি রে।

৩য় দ্বন্দ্ব। বাটপাড়—জবর বাটপাড়—গুলাম সাবাড়।

সৰ্দাৰ। সাবাড়—মাল তছকপাৎ। এ—এ ক্যা বাৎ। আও হাৰাৰা মাথ,

মং রও তফাৎ, এ ক্যা বাৎ?

সকলে। এ কেয়া দিক্‌দ্বাৰি? বামাল লেকে আসামী কেৱাৰ—এত হ'সিয়াৰ:

তবু গুণাগাৰ?

(দ্বন্দ্ব্যগণের গীত)

সৰ্দাৰ। শালা লুঠ লিয়া, শালা লুঠ লিয়া।

তেৱা জান্ লিয়া মেৱা জান্ লিয়া ॥

সকলে। শালা পাৰ্কা হ'সিয়াৰ চোৱ—

সৰ্দাৰ। শালা সাঁচা হাৱামখোৱ—

সকলে। শালা কাম কিয়া বৱবান্—

সৰ্দাৰ। বড়া বাটপাড় হাৱামজান্—

মেৱা জান্ লিয়া, তেৱা জান্ লিয়া;

ভালা ঠক্‌কেকে ঠকা দিয়া।

সকলে। শালা কেয়া কিয়া, মিঞা কেয়া কিয়া;

তেৱা জান্ লিয়া, মেৱা জান্ লিয়া ॥

(গৃহমধ্যে প্ৰবেশ ও পুনঃ বহিৰ্গমন)

সৰ্দাৰ। চোৱ গ্ৰেপ্তাৰ করতেই হবে, না কলে আমাদেৱ নিস্তাৰ নেই।

আজই, যেই হ'ক তোমাদেৱ মধ্যে একজন বাও, আৱ তোমৱা যদি না বাও, তা:

হলে আমি হাই।

সকলে। আমরা বাব—আমরা বাব।

সর্দার। চূপ কর, গোলমাল কর না, শোন। এ যেমন তেমন বাওয়া নয়, একেবারে ধরা, আর হারা। সে মিছে না জানতে পারে, বাবশার না কানে ওঠে—এমনি করে ধরা চাই; সবাই গোল করলে হবে না। যে হ'ক একজন বাও।

১ম দহা। বহু আচ্ছা আমি— [অন্ত দহ্মাগণের ভিতরে প্রস্থান।

সর্দার। শুধু বাওয়া নয়, সবায় প্রাণ নিয়ে টানাটানি। হসক কর—না ধরতে পারে পর্দানা বাবে! বুঝে হসক করে বাও।

১ম দহা। বহু আচ্ছা।

(গীত)

শালা লুঠ লিয়া...ইত্যাদি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

[কাসিমের বাটার সম্মুখ রাজপথ। ফকিরগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।]

ফকিরগণ।

সাঁজা সন্না লেও দিন্দার

সাঁজা সন্না লেও দিন্দার।

অনু কি রোশনি বুত বাতে হে আতে অ'ধিয়ার।

১ম ফকির।

দৌলত হুনিয়া গুরু ছাওয়াল।

সবকোই লেকে হাল,

বেকি ছোড়কে বদিয়ে গিবকে নেহি হো গুশাদার।

ফকিরগণ।

সাঁজা সন্না লেও দিন্দার...ইত্যাদি—

১ম ফকির।

খোদাকো নাম লেও জিন্দগি তোর

অউহর কর' বাটোষ;

শরতান হুম রহে হবদম্ সাথমে রহো হ'সিয়ার।

ফকিরগণ।

সাঁজা সন্না লেও দিন্দার ইত্যাদি—

[প্রস্থান।

(দহা ও চন্দ্র বন্দ মুক্তাকার প্রবেশ)

দহা। ঠিক বাছ তো বাবা মুক্তাকা ?

মুক্তাকা। ঠিক বাছি।

দহা। বাবা মুক্তাকা, তুমি এমন হাঁসিয়ার, তোমায় একটা ছুকরী এসে ঠকিয়ে গেল ?

মুক্তাকা। আরে ভাই, চোখগালা শালারাই আছাড় ধায়। যে কাশা—সে ঠিক পা কেসে কেসে চলে যায়; যখন বোঁবন ছিল, তখন কেউ আমাকে ভোলাতে পারত না। বুড়ো হয়েছি, চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে। নজর গেছে—এমন সময় মেয়েমছেয়ের কুহকের ফাঁদে পড়ব, এটা কি আমারই বিবাস ছিল ?

দহা। তারিক করলে, বাবা মুক্তাকা !

মুক্তাকা। তোমায় বলতে হবে কেন ভাই? আমি নিজেই আপনাকে তারিক করছি। বেটা এল, আর এক লহমায় যেন গাড়োল বানিয়ে গেল !

দহা। দেখতে বৃষ্টি খুবস্বরং ?

মুক্তাকা। আরে ভাই, সে কথা আর তুলিস কেন? শেবকালে কি পথ ভুলে মরব, ধানায় পড়ব ?

দহা। না না, কাজ নেই; তুমি ঠিক ঠিক পা কেসে চল।

মুক্তাকা। জুতোর ঠকাঠক বা মারছি—আপনার মনে মাথা গুঁজে কাজ করছি—এমন সময় নহবতের সানারের আঞ্জাজ যেন কানে ঢুকলো,—‘বাবা মুক্তাকা’ ‘বাবা মুক্তাকা’, একটু আকিম ধাই; মনে কবুলুম, মৌতাত বৃষ্টি প্রাণের চারি ধারে পাক মারচে—কুর্শী ক’রে স্বর চড়িয়ে দিলুম। ‘বাবা মুক্তাকা’—আবার ! মাথা তুলে দেখি, আর কি বলবো ভাই—স্বপ্নমগ্নে রসরসে শোষাক—পানপান। মুখ—সোলাপী রকের ঠোট, তাতে পটল চেরা চোখ—তাতে বিত্তিকিচ্ছি ঠার—মজাদার হাসি—রাখা ঠোট দিয়ে সিরাজমাধান কথা—তোমার কি না—বোধ হ’ল কেন আসমান থেকে ঠাৎ উত্তরে এলো, মাথাটা যেন বনু বনু ক’রে

ঘূৰে খেল। 'বাবা মৃত্যাকা'। উঃ—বেটা আমাৰ বক ঠকিয়েছে। 'বাবা মৃত্যাকা'! কি বিঠা বাৎ—'বাবা মৃত্যাকা।' আৱে বেটা—

দহা। বাবা মৃত্যাকা, তুমি টাল ৰাজ্জ !

মৃত্যাকা। টাল কি ঠিক ৰাজ্জি বাবা, তা হলে একটু চাপাড দিতে দিতে এস। কিন্তু বাবা, তোমাৰ জাৱিক দিই, খুঁজে পেতে সন্ধান ক'ৰে আমাৰ ত বাৱ কৰেছ বাবা।

দহা। বাবা মৃত্যাকা, প্ৰাণেৰ জালা, বড় জালা। তোমাৰ যদি খুঁজে না বেৱ কৰতে পাৱতুম, তা হ'লে কি আমাৰ গৰ্দানা থাকত ?

মৃত্যাকা। এ কি ৰকম কথা বাবা ? জাৱি, খোঁকাৰ পড়লুম যে। চুল পাকালুম, সত্যিই কি বুদ্ধি একটুও পাকে নি ? না বাবা, আৱ তোমাৰ সকে ৰাজ্জি নি। এই চোৰেৰ কাপড় খুল্লুম।

দহা। হা হা কৰ কি, কৰ কি ! চল চল, তোমাৰ কোনও ভয় নেই। তোমাৰ ভাল ক'ৰে শোলাও ৰাজ্জাব।

মৃত্যাকা। না বাবা, আমাৰ শোলাওৱে কাজ নেই, তুমি আমাৰ ছেড়ে দাও, তোমাৰ আমি খুঁজনিদানা ৰাজ্জাব।

দহা। কথাটা কি জান, বাবা মৃত্যাকা, আমাৰ মনিব মন্ত এক জৰীদাৱ। যে দিন সিৱাজি বেৰে তোমাৰ দোকানে সেই ছুঁড়ীটে গড়াগড়ি খেয়েছিল, সেই দিন তাৱ ওপৰ আমাৰ মনিবেৰ নজৰ পড়ে। তাৱপৰ আমাৰ ওপৰ হুকুম হৱেছে, বেৰম কৰে হ'ক, সেই ছুঁড়ীটেৰ সন্ধান কৰতে হবে। খোদাৱ মেহেৰবাগীতে, বাবা মৃত্যাকা, অনেক তকলিক পেৰে তোমাৰ ঠিকানা ক'ৰে, তোমাৰ শৱণ নিৱেছি। সব সন্মলে, এখন চল বাবা চল।

মৃত্যাকা। হ'তে পাৱে বাবা। সে খুবহুৱং চেহাৱা মেৰলে কত বেটা নবাব-বাকশাৱ মৃত্ত ঘূৰে বাৱ, তোমাৰ মনিব ত জৰীদাৱ ! তবে কি জান, আমাৰ আপাগোড়া ব্যাশাৱেই কিছু খোঁকা লেগেছে। সে বেটা চোৰ বেঁধে আমাকে তাৱ বাঙীতে নিৱে গেল। তাৱপৰ তুমি বাবা আমাৰ সাত পুৰবেৰ!

কুটুম, কে তার ঠিক নেই, আমার কাছে এলে, বোনাইয়ের আদর ক'রে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ছুড়ীর বাড়ী দেখিয়ে দেবার জন্ত নিয়ে চলেছ। কে জানে বাবা, এর ভেতর কি গোলকথা খাঁর ঘোর আছে।

দহা। কিছু না, কিছু না। হাঁ বাবা মুস্তাফা, আর কত পথ?

মুস্তাফা। ধোদার মালুম বাবা। চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল, সেলাই করিয়ে নিয়ে ফের চোখ বেঁধে মান্বরাস্তায় ছেড়ে দেয়, তার পর তোমার সঙ্গে দেখা।

দহা। আচ্ছা, তুমি একবার চোখ খুলে দেখ দেখি।

মুস্তাফা। বাবা, তা হ'লে সব গুলিয়ে যাবে। এ আন্দাজে পা ফেলে কেলে কেলে যেমন ক'রে হোক দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে তোমায় পৌঁছে দেব!—কিন্তু বাবা, চোখ খুলেই সব অন্ধকার! গুরাস বাবা রোস, ঠিকানা যেন লেগেছে। ধর বাবা আমার হাত, ডানহাতি আবার নিয়ে চল। (কিয়দুর গমন) আঃ শালা, চলেছে না ত, যেন টাটু বোড়া লাফ খাচ্ছে। থামো বাবা—থামো। এই পর্যন্ত—এইখানে এসে থেমেছি। দেখেছি, এখানে কোন বাড়ী আছে না কি?

দহা। সেলাম বাবা মুস্তাফা। বহুং বহুং সেলাম। তোমার ঠাণ্ডর বটে।

মুস্তাফা। তবে চোখ খুলি?

দহা। খোল।

মুস্তাফা। (চোখ খুলিয়া) সত্যিই ত, এত ঝাসা বাড়ী দেখছি। এর পর একটা বান্দা এসে দোর খুলে দিলে, তার পর বান্দার হাত ধরে বাড়ী চুকলুম।

দহা। (গৃহঘরে খড়ির চিহ্ন দিয়া) নাও, সকাল হ'ল, পালাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মরুজিনার প্রবেশ)

মরু। আলি সাহেব যাদের ধন এনেছে, তারাই ত কাগিম সাহেবকে কেটেছে। তারা যে আলি সাহেবের সন্ধানে ফিরছে না, তাই বা কে বলতে

পারে? কিরক আর নাই কিরক, কিছু দিন শু আলির বাড়ী চৌকি দিতেই হবে এ কি?—এত ভোরে ধোরে হাগ দিলে কে? হয় কোন ছই হোঁড়া, না হয় আবদালা বোকা—আর কে? খড়ি দিয়ে আর কার কি লাভ? কই, কাল শু এ হাগ দেখি নি—তবে হোঁড়ারা দিলে কখন? (কিয়দূর অগ্রগমন) বা! বা! এ শু এককাল দেখি নি। এককাল এসেছি গিয়েছি, এ শু কখন নজরে পড়ে নি! সব বাড়ী এক ধরণের—কিছু তফাৎ নেই? না, কিরতে হ'ল, ভাল মন্দ হ'ক, হ' সিয়্যারিতে মোব কি? এই যে একটা খড়িও প'ড়ে রয়েছে। (খড়ি লইয়া প্রত্যেক ঘারে চিহ্ন প্রধান) কি যেন কি মনটা কছে—কারে কি বলব, কোন দিক্ দেখব, কি করতে এসেছি! মনিব—মনিব—আমার মনিব—বড় ভাল মনিব। আমি কি এখন বাঁদী?—আমি যে সব। হিসেব রাখতে, হুকুম চালাতে, নাচতে, খেলতে আমিই যে এখন সব। আলি সাহেব মর্জিনার বহুনির ভয়ে অস্থির, সাকিনা মর্জিনা বলতে অজ্ঞান, কতিমা মর্জিনার পাগল, আর হসেন মর্জিনার মিশিয়ে গেছে।

(গীত)

এসে হেসে কাছে এসে বোস।

সোহাগ-বাঁধন বেঁধেছে সে।

মিশে মিশাইয়ে নিয়েছে রে।

আমা-অন্ত প্রাণ দিয়ে, আমারে মজায়েছে,

টানে টানে প্রাণে টেনে নিয়েছে ;

আমি-ময় সে আমার ; আমারে সে-ময় করেছে রে,

প্রেম বপ্ন দেখা চলেছে রে।

চতুর্থ দৃশ্য

[আলিবাবার দরদালান। আবদালা ও জনৈক বান্দার প্রবেশ এবং খাণ্ডের পাত্রাদি হস্তে গমনাগমন]

আব। খুব বড় সওদাগর, ভাল ক'র তত্ত্ববিজ্ঞ, কর—বকসি দিলবে।

বাবা। বহু আচ্ছা।

[উভয়ের প্রস্থান]

(মরুজিনার প্রবেশ)

মরু। সত্যি সত্যিই আমি হলুম কি? লোক দেখলে সন্দেহ করি, হাসি-
'ভনলে ভয় পাই, রাগে অতিথি দেখলে তুক্রিয়ে যাই, ঘরে একটা কুটো দেখলে
অন্ন ব'লে ভয় করি, জানালা দিয়ে হাওয়া বইলে আতঙ্কে শিউয়ে উঠি—আবার
হ'ল কি? হয়েছে হয়েছে, তাতে কি হয়েছে? আমার সোনার মনিব।—সেই
মনিবের মাথায় খাঁড়া ঝুলছে। ডাকাতের কথা মনে পড়লেই আমার সর্বসত্রী
থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। সওদাগর না হয় ভাল লোকই হ'ল, মনিবের অস্ত্র
ওকে একটু সন্দেহ করতে দোষটা কি? কারে মনের কথা বলি? হসেনকে!
না, সে হয় শু গোল ক'র বসবে।

(হসেনের প্রবেশ)

হসেন। হসেনকে ডাকছিলে মরুজিনা?

মরু। হাঁ!

হসেন। হসেন মরেছে।

মরু। আর্হা, কবে গো; হসেন যে বড় ভাল ছেলে ছিল গো। কাকা
কাকা বোঁকার মতন—সোনার হসেনের কি হয়েছিল গো! আমি যে হাসি—
থুড়ি কান্না রাখতে পাচ্ছি না যে গো।

হসেন। কেব মরুজিনা, হসেন সত্য সত্যই মরেছে।

মরু। কবে?

হসেন। যে দিন তাকে খানা থেকে মরুজিনা ছাড়িয়ে এনেছিল!

মরু। না হয় চল, তোমায় আবার রেখে আসি।

হসেন। এখনি? কেন তবে ছাড়িয়ে আনলি?

মরু। খুব করেছি।

হসেন। তবে আবার আমার গারদে রেখে আস।

মৰ্। আমি আবার ছাড়িয়ে আনব।

হসেন। কি ব'লে মৰ্জিনা ?

মৰ্। হজুর বলে।

হসেন। দূর, তাতে হয় না।

মৰ্। তবে মুখটি বুজে, পা টিপে টিপে আন্তে আন্তে সিঁদ কেটে—

হসেন। তা হ'লে এখনি। এই গারদ, (বকে হস্ত দিয়া) এই গারদের
জিতর হসেন আছে ; সিঁদ লাগাও, সিঁদ লাগাও—হসেন এখনি বেরিয়ে পড়বে।

মৰ্। না হসেন—ও গারদে নেই। (হস্তে হস্ত দিয়া) হসেন এখানে
থাকে—এই গারদে দিবানিশি তাকে পূরে রেখেছি। দিবানিশি শয়নে-বশনে
পাহারা দিচ্ছি।

(অন্তরালে আবদালার প্রবেশ)

(গীত)

আমার এই ছাড়ির অন্তরে।

বন্ধ ক'রে রেখেছি মোর নয়নানন্দরে।

সন্দ সন্ধ্যা সন্দ বাঁদীরে,

ঠাণ্ডা বোলে পিয়ারে আমার পায় যদি গো টের ;

এই বন্ধ খুলে সোনার তরী, বঁধবে তাদের বন্দরে।

মৰ্। কিন্তু হসেন—

হসেন। কি বলছ মৰ্জিনা ?

মৰ্। (অবনতজাহ্নু হইয়া) হসেন, কিন্তু আমি বাঁদী—তুমি আমার মনিব।

হসেন। আর তুমি আমার কলিজা।

মৰ্। আমি ? আমি তোমার চরণের ছায়াংশের বোণ্য নই।

হসেন। আর রাণী, মৰ্জিনা রাণী ! তুমি যে দেশে থাক, আমি সে
দেশের ধুলো মাখায় করবার বোণ্য নই। বাঁদী ! তুমি বাঁদী !—রোস, তোমার
জাহ্নু ভাঙছি, বাপকে বলে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।]

মরু। ও কি হসেন, কর কি, কর কি? হসেন—ও হসেন! (পচা
হুঁতে আবদালার আকর্ষণ) আরে মরু, তুই কে?

আব। আমি কে? বেগম সাহেব চিনতে পাচ্ছ না?

মরু। ও কি, টলছিল কেন?

(আবদালার কল্পনাভিনয়)

আব। রোস রোস, আমার প্রাণে মরম চেগেছে—ও হসেন, ও হসেন।

মরু। চোপ—গাধা উলুক।

আব। ও হসেন! ও হসেন!

মরু। ওয়ে খাম, তোয় পায়ে পড়ি, তোয় পায়ে পড়ি। [প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[গোয়ালু বাড়ী সারি সারি তৈলকুন্ড সজ্জিত। সর্দার ও আলি।]

সর্দার। আল্লা আপনাকে সলামতে রাখুন, আপনার অতিথিসেবায় অপরম সন্তোষ লাভ করেছি। এখন মেহেরবাগী করি এই রাত্রির মতন আঃ এই ভেলের কুঁপোগুলি তজবিজ করি রাধিয়ে দিলে, আমি পরম আপ্যায়িত হ আপনি আমার—আমাদের ব্যবসার জিনিসই সর্ব্ব্ব।

আলি। সাহেব, এ আপনারই ঘর, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যান আপনার জিনিসে কেউ হাত দেবে না। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, অ বান্দারে পাঠিয়ে দিই; তারা আপনাকে শোবার ঘরে নিয়ে যাবে। [প্রস্থান]

সর্দার। আলিবাবা। ডাকাতির ওপর ডাকাতি। তোমার ভবলীলা এ এই রাতেই শেষ হবে। (কুঁপোর নিকটে গিয়া) হুঁসিয়ার ভাই! জানালা কে কুঁপোয় ঢিল মারলেই বুঝে নিও, সমর হয়েছে।

(জনৈক বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। জনাব! আপনার শয়নের নিমিত্ত সকল প্রস্তুত!

সর্দার। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

(মৰুজিনাৰ প্ৰবেশ)

মৰু। বলিহাৰি অভোসকে! এত দেশেৰ খাবাৰ জিনিস থাকতে এই দুপুৰে সান্ত্বিত্তে সহসা বিবিৰ কাঁজগুৱালা তেল দিহে বেঙন পোড়া খেতে ইচ্ছে হ'ল! দোকানশাট তো বন্ধ, লোক তো কিৰে এল। দেৰি, সপ্তাগৰেৰ কুঁপো থেকে যদি ছটাক খানেক টাটকা তেল মেলে। (একটি কুঁপো নাড়া দেওন)

দহ্মা। (কুঁপোৰ ভিত্তৰ হইতে) সৰ্দাৰ, সময় হয়েছে?

মৰু। উ'হ! (সৱিয়া আসিয়া) এ'কি এ, কুঁপোৰ ভেতৰে মাছবেৰ গলা! সৰ্কনাস—ডাকাত, ডাকাত, নিশ্চয় ডাকাত। [প্ৰস্থান।]

(সৰ্দাৰেৰ পুনঃ প্ৰবেশ)

সৰ্দাৰ। এখনও ছু'ড়ীটে জেগে আছে। এইটে শুলেই নিশ্চিত। সকলে নিশ্চিন্তি না হ'লে কিছু করা হবে না। প্ৰাণ আমাৰ ছটফট কৰছে, বুক জ্বলে যাচ্ছে—আলিবাৰাৰ রক্ত জিন্ন এ জালা নিভবে না। [প্ৰস্থান।]

(বৃহৎ তৈলকটা হ লইয়া মৰুজিনা ও আবদালাৰ প্ৰবেশ)

আব। চূপ! তুই সাবধানে কুঁপোৰ গায়ে ফু'দেলটা টিপে ধর, আমি এই বদনা ক'ৰে গরম তেল চেলে দ্বিই। (তথাকৰণ)

দহ্মাগণ। (কুঁপোৰ ভিত্তৰ হইতে বহুগান্ধক ধ্বনি)

(বাদীগণেৰ প্ৰবেশ)

বাদী। কি রে—কি রে, কি হয়েছে রে?

(গীত)

সকলে। কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হয়েছে রে?

মৰু। চূপ রও সব, চূপ রও সব, ডাকাত পড়েছে।

সকলে। ওরে, এ কি কথা কোস,

ওরে, এ কি কথা কোস,

মৰু। নেহি আপশোষ হুবক্ জ্বান্ মেছে রে।

সকলে। সাচ এহি বাৎ সাচ এহি বাৎ ডাকাত পড়েছে।

আলিবাঁবা

মহু। সুটা বাৎ নেছি কুঁপোর অকা পেয়েছে।

সকলে। কুঁপোর ভেতর কুঁপোকাৎ
ভেয়া বহুৎ বহুৎ কেয়াবৎ,

মহু। আলবৎ—আলবৎ—বহুৎ মজা হয়েছে।

[বাঁদীগণের প্রস্থান।]

(আলিবাঁবা, ফতিমা ও সাকিনার প্রবেশ)

আলি। মহুজিনা! কি করেছিল মা?

সাকিনা। কি করেছিল মা?

ফতিমা। কি করেছিল মা?

মহু। আমি ত নয় হজুর, বোঁধা করেছে। আমি অবলা, গাছের পাতার
শব্দে কেঁপে উঠি। আমার কি সাধ্য, বিনা অস্ত্রে অতগুলো দস্যুর প্রাণ
সংহার করি?

আলি। তুই কোন পরীর রাজ্য থেকে এসেছিলি মা।

মহু। আলি সাহেব! ঈশ্বর করেছেন। আমি উপলক্ষ মাত্র। ঈশ্বরই
আমাকে প্রভাতে তুলিয়ে ঝড়ের চিহ্ন দেখিয়েছেন। ঈশ্বরই আমাকে তেলের
অস্ত্র সওদাগরের জিনিস চুরি করতে পাঠিয়েছেন। আলি সাহেব এর পূর্বে যে
আমি চুরি করে বলে, জানভেম না।

আলি। মহুজিনা! যে দিন থেকে তোরে ঘরে এনেছি, সেইদিন থেকেই
তোকে ঘরের মত দেখে আসছি। তুমি আমার বাঁদী, এক দিন, এক লহমার
অস্ত্রও মনে আসে নি। তাই তোমাকে ফুরসৎ দিই নাই মহুজিনা! হসেনের
কাছে গুনলেম, তুমি বাঁদী বলে দুঃখ করেছ।

মহু। হসেন মিথ্যা কথা বলেছে; আমি অমন কথা কখনও বলি নি।

আলি। আজ আমি তোমায় ফুরসৎ দিলাম। আজ হ'তে আমিও
যে, তুমিও সে।

মহু। কখনই নয়। আমি বাঁদী যা নিয়ে জন্মেছি, যা সর্বদা জড়িয়ে

প্রাণের সঙ্গে বেঁধে আমি এত বড় হয়েছি, যে আমার মর্মে মর্মে গেমে গেছে, টানলে মর্ম ছিঁড়ে যাবে—ম'রে যাব। (হসনের প্রবেশ) হসেন সাহেব!

হসেন। কি?

মর্। আমার বাঁদী ম'লে ডাক ত।

সাকিনা। না হসেন।

ফতিমা। না হসেন।

হসেন। ও গো, হসেন বোঝে গো—হসেন সব বোঝে।

মর্। বলবে না?

হসেন। না।

মর্। তা হ'লে আমি যেখানে দু' চোখ যায় চ'লে যাই।

হসেন। যা, দূর হ'রে যা। চক্ষুঃশূল! তোকে দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়।

মর্। বটে! রোস, তবে আমার কেব্রামণ্টা দেখাচ্ছি। আবদালা!

(আবদালার প্রবেশ)

আব। বেগম সাহেব, মর্জিনা খানুম, হকুম জনাব।

মর্। চোপ বান্দা—বাঁদী বল।

আব। ও গো, আমি অত কথা কইতে পারি না যে গো!

আলি। আর আবদালা! আমার লন্দ—বিপদে একমাত্র সহায় আবদালা! তোমারও আজ ফুরলং!

আব। বেশ, তা হ'লে আজ আমি খোসমেজাজে মার খেতে পারি।

(জনান্তিকে) তা হ'লে কোড়াটা কিসের করবে বেগম সাহেব?

মর্। ওঃ, সেই কোড়া—তবে রও খাড়া।

(গীত)

আব। আব খাড়া হায় হকুর আব খাড়া হায় হকুর।

চক্ৰবক্ৰ চক্ৰবক্ৰ চালাইয়ে কোড়া জারগীর করিয়ে চুর।

ময় । তেরা পিঠ মেরা জায়গীর,
 আব । মেরা পিঠ তেরা জায়গীর,
 বান্দীসে আব বেগম বনেগা জমিন মেরা শির ।
 তেরা দখল লেও জায়গীর ।
 ময় । এয়া দখল নেই লেগা হাম—হুর কামিনার দূর !
 টিকটীকি পর চড়াকে কোড়া পিটেগা তরপুর ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(নিম্নিত আলিবাবা ও বান্দীগণ)

(গীত)

বান্দী । হুবে হুয়া ছোড়ো পালঙ, সাহাব ।
 আশমান সে নিকলা হায় স্বকব আফ তাব ।
 জুলুকি খোসবু মিঠি হাওয়া ।
 সারা গুজারি রাত দেতে গাওয়া,
 বুলবুল বোলাতে মিক্রা পিও সরাব ;
 উঠ পিও সরাব, উঠ পিও সরাব
 পিও সরাব !—মিক্রা সমঝো সরাব । [বান্দীগণের প্রস্থান ।

আলি । তাই ত, বেলা হয়ে গেছে দেখছি যে ! পরসা পেয়ে অবধি আর
 ভোর দেখা যে বরাতে ঘটল না দেখতে পাচ্ছি । কাল আমি যেমন করে পারি
 ভোরে উঠব, বান্দীরে, ওঠাতে এসে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকবে । হসেন-
 মরজিনার সাদী দিতে পারলেই সব লোঠা চুকে যায় । তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে
 সমস্ত দিনরাতই ঘুম মারবো ।

(হসেনের প্রবেশ)

হসেন । বাবা, এক জন দরবেশ বেচে আমার সঙ্গে দোস্তি পাতিয়েছে,
 মরজিনার গলায় কথা আমার কাছে শুনে তার গান শুনতে চেয়েছে । বাবা,

আমি তাকে আজ আনবো ?

আলি। বেশ ত, আন না। তা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছিস কি ? বা, আনু সে যা। তবে মরজিনাকে বলে বা, সে খানায় বন্দোবস্ত করে রাখবে।
হুসেন। তাকে বলেছি।

আলি। বেশ, আমি তবে গোসলখানায় চলে য়, এলে আমার খবর দিস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অপর দিক-দ্বিগ্না মর জিনা ও আবদালার প্রবেশ)

মরু। দেখিসু ভাই ! কাকেও বলিস নি।

আব। উহ—

মরু। এ কথা কেন কেউ না জানতে পারে।

আব। উহ—

মরু। টের পেলে বড় লজ্জার কথা।

আব। বড় লজ্জার কথা।

মরু। তামাশা করছিস না কি ?

আব। বিলক্ষণ !

মরু। আসে থাকতে গোল করলে বুঝেছিস ?

আব। খুব—

মরু। মর, কথা না ফুরতে জবাব দিলি—কি বুঝেছিস ?

আব। তা হলে (মর জিনার কর্ণ ধরিয়া) এমনি করে আমার কান

ধরে বোড়বোড়—

মরু। উ-হ-হ-হ-হাই বুঝেছিস। তা হলে (আবদালার নাসিকা

ধরিয়া) এমনি কর নাকে বঁড়নী দিয়ে হুড় হুড়—

আব। উঃ উঃ উঃ—বুঝেছি বিবি সাহেব।

মরু। কাঁটা বন দিয়ে—

আব। বুঝেছি বুঝেছি—পটপট ফুটেছে—

ময়। আর অমনি ক'রে পটাপট পয়জার—

আব। হাঁ হাঁ, পিলে চমকে উঠেছে—

ময়। বুঝেছিল ?

আব। বেমালুম বুঝেছি।

ময়। তবে বা বলুন, তাই করিল।

আব। আচ্ছা।

ময়। সে কখনও দরবেশ নয়, ডাকাত !

আব। নিশ্চয়।

ময়। তাহে মেয়ে ফেলতেই হবে।

আব। একেবার।

ময়। ধবরদার।

আব। খুব।

ময়। হ'সিয়ান—

আব। কুছ পরোয়া নেই।

[প্রস্থান ।

ময়। সে কি দরবেশ ? বিশ্বাস হয় না। নইলে নেমক খায় না কেন ? কি করি—একটা ভাল মানুষকে কি শেষকালে হত্যা করে বসবো ? ভাল-মানুষ কখনই নয়। ডাকাত, সেই ডাকাত ; ভাল বদলেছে—নইলে নেমক খায় না কেন ? প্রতিজ্ঞা করেছে যে আলির জান্না নিয়ে নেমক খায় না। তাই এসেছে ; তাই মসেনের সঙ্গে বেচে আলাপ করেছে ;—উপবাচক হয়ে দোস্তি পাতিয়েছে। উপবাচক হয়ে বিনা স্বার্থে কেউ কি কারও সঙ্গে ভাব করে ? কই ত দেখি নি। ডাকাত—আলবৎ ডাকাত। কি করি ? ডাকাত তাতে আর সন্দেহ নেই—তবে কেমন ক'রে আলির প্রাণ রক্ষা করি ? ঈশ্বর, আর একবার সহায় হও—যদি নিরপরাধ হয়, আমার হাত নিশ্চন্দ কর ; যদি বন্দ্য হয়—হাতে বস্ত্রের বল দাও !

[প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য

[বৈঠকখানা। হসেন ও সর্দার]

সর্দার। (বসন্ত) বতকশ না ছুরি আলির বুকের রক্ত পান করছে, ততক্ষণ আমি স্থির হ'তে পারছি না। আমার দুখে সুখ—শোকে শান্তি—ব্যথির ঔষধ—সম্পদে সঙ্গী—শক্তিমান উনচলিশ তাই—সেই শয়তানের জন্ত কবরে গেছে। তাদের দেখতে পেলাম না, স্বপ্নায় সেবাশ্রমা করতে পারলেন না, তৃষ্ণার জল দিতে পারলেন না! উঃ, অসহ! অসহ! কখন তাকে হাতে পাব—কখন তাকে ছুনিয়া ছাড়া করবো? আমার প্রতিজ্ঞা কি পূর্ণ হবে না? তাকে যে একবারও কাছে পাচ্ছি না। (প্রকাশে) ও হসেন সাহেব, তোমার বাপকে যে দেখতে পাচ্ছি না?

হসেন। তিনি আপনার ধানার বন্দোবস্তে আছেন।

(আলির প্রবেশ)

সর্দার। আইয়ে আলি সাহেব। বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে।

আলি। বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে। হাঃ হাঃ—আমি খাবার-দাবারের বোগাড়ের বন্দোবস্তে আছি, বসতে পারছি না, মিজা সাহেব। তুমি নেমক খাওনা, ভরকারিতে ত সুবিধা হবে না, কাজেই মিষ্টির ব্যবস্থাটা করতে হচ্ছে।

সর্দার। অত হাঙ্গামা কেন আলি সাহেব?

আলি। হাঃ হাঃ হাঃ! হাঙ্গামা আর কি, নতুন আর কিছু করতে হচ্ছে না। তুমি হসেনের দোস্ত—ঘরের লোক—মান-অপমানের ভয় নেই, ঘরে যা আছে তাতেই একরকম করে গুছিয়ে গাছিয়ে—হাঃ হাঃ হাঃ।

(নর্তক নর্তকীবেশে আবদালা ও মরজিনার প্রবেশ)

আলি। মিজা সাহেব তোর গান শুনতে চেয়েছে না? যে একটা ভাল গান শুনিয়ে দে।

সর্দার। তুমি ব'স, আলি সাহেব।

আলি। হাঃ হাঃ হাঃ—বসছি। কাজটা শেষ করে একবারেই নিশ্চিন্ত

ধরে বসছি। নে নে ততক্ষণ মিশ্র সাহেবকে খুশী কর।

[প্রস্থান।

(আবদালা ও মরজিনার গীত)

কেয়া বড়িয়া এলেম তেরা।

মজালে ঘুমাও, কুর্তীসে হেলাও,

সাঁচ্চা বিচুয়া সেরা।

হুযমন কোই ছায় ওসিকো জানু ফরমায়,

হুস্তিকো বহুত পিয়ারা।

জোরসে পাকড়াও হুঁসিয়ারিসে লাগাও

কতি মং বাবড়াও জানি মেরা।

(অল্প লইয়া অভিনয়, সর্দারের বক্ষে অস্ত্রঘাত ও সর্দারের বিকট চীৎকার।)

আব। হা হা হা—

হসেন। কি করলি, কি করলি ?

(বেগে আলির প্রবেশ)

আলি। কি হ'ল ? কি হ'ল ? হার হায় ! কি করলি ?

মর। সর্দার—আমায় মাক কর। তুমি যেমন আলির জানু নেবার জন্ত নেমক ছেড়েছ, আমিও আজ তাকে রক্ষা করবার জন্ত নেমক রেখেছি। আমি অবলা—বল, কি উপায়ে আমি, শক্তিমান তোমার হাত থেকে আমার মনিবকে রক্ষা করি ?

সর্দার। তুমি ঠিক করেছ। নেমকের কাজ করেছ—তুমি ধন্য ! আমি তোমায় কায়মনোবাক্যে কমা করুম; তুমি আমার কন্ডা, তুমি পিতৃনাশিনী নও—তার জীবনদায়িনী। তোমার হাতে ম'রে আজ আমার পাপের অবসান হ'ল। আলি সাহেব ! আমার মতন হুযমন তোমার ঘরে আর কেহ কখন পদার্পণ করে নি। আমি দৃশ্য সর্দার, আজ তোমাকে খুন করবো ব'লে তোমার ঘরে এসেছিলুম (ছুরিকা প্রদর্শন), এই দেখ। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারত না।—জোর বরাত তুমি এ বেটীকে ঘরে পেয়েছ। হসেন ডাই, কাছে এস,

ভয় নেই, তোমার বাপ (ছুরিকা নিক্ষেপ)-আমার হৃদয়, কিন্তু তুমি আমার হোস্ত ; কাছে এস, এই লও। আমার কন্ডাকে তোমায় দিয়ে গেলুম। আর তুমি আলি সাহেব, তুমি বেই হও, তবু ত চোর—চোর-ডাকাতের বে সন্দেহ, তোমাতে আমাতে তাই। সেই সন্দেহ দূৰ্গ করবার জন্ত আমার যা কিছু সম্পত্তি—সেই গুহার ভিতরে রাখীকৃত ধন,—আমার এই বেটাকে সমৰ্পণ করলেম।

মর্দু। আর আমার ধনে কাজ কি? আমি তোমার নামে সেই ধন ধোদার কাছে গচ্ছিত রাখবো। মৰুভূমিতে পথিকের জন্ত কুপ ধনন করবো, সুখার্ভের জন্ত দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে অন্নসন্দের ব্যবস্থা করবো, আর জলহীন দেশে দীঘি সরোবর ধনন ক'রে দেব। আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, সমস্ত ধৰ্মের জন্ত রেখে দেব।

আলি। সে কি, তুমি মৰুবে কি? আমি এখনই হাকিম ডাকিয়ে তোমায় বাঁচাব। [আলির প্রস্থান।

সর্দার। হসেন ভাই, তোরা দু'জনে একবার সেজে আয়—শীগগির সেজে আয়। আমার আসন্নকাল, তবু আমি তোদের মিলন না দেখে মরছি না।

[হসেন ও মরজিনার প্রস্থান।

আব। সব ত দিলে, তোমার তোষাখানায় ঢোকবার ফন্দীটে ব'লে দিলে না?

সর্দার। (উচ্চৈশ্বরে) চিচিঙ্, কঁাক। (বৃত্তা)

আব। যা বাবা। একেবারে কঁাক!—ওগো কি হ'ল, তোমরা দেখে যাও গো!

[আবদালার প্রস্থান।

(বেগে আলি ও হাকিমের প্রবেশ)

আলি। কি হ'ল—হাকিম ডাকতে দেৱী সইল না?

হাকিম। ভয় নেই, ভয় নেই—এখনি বাঁচবে!—হাও, এই উট-পাখীর আস্ত ডিমটা ধাইয়ে হাও।

আলি। ম'রে গেছে, আবার বাঁচবে কি?

হাকিম। বাঁচবে—বাঁচবে; আলবৎ বাঁচবে। জর বাবা বাঁচবে। সাত দিনের বাসি বড়াকে দাঁড়াই খাইয়ে বাঁচিয়েছি। আর এ বাঁচবে না? আলবৎ বাঁচবে। নাও চাঁদ আপাততঃ ঢুক করে এই দাঁড়াইটা খেয়ে ফেল।—আরে এ শালা সিলতে পারে না, তবে আর বাঁচবে কি করে?

আলি। হয়েছে, হয়েছে। বুঝেছি।—এই নেও তোমার সেলামি।

হাকিম। ভাল, এখন বাই। তার পর ওষুধ খেতে চায় ত আমাকে আর একবার খবর দিও।

(বান্দাগণের প্রবেশ ও গীত)

সে চল মুফর।

মেধো ভাই, মান সেও ধরম কি কহর।

সাহাব মান্তা ইমান উসিলে মিলা ইমান।

খুসিলে এসিকো কেও কবর।

ঝট আনে হোসা উম্মা সাধি লাগা,

খোদা মিলার দেগা বহৎ ইনায় জবর ॥ [সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্তন

[সিংহাসনে হুসেন ও মরজিনা। সিংহাসন তলে আবদালা, উত্তর পাখে সাকিনা ও ফতিমা।]

(বাঁদীগণের গীত)

টাক-চকোরে অধরে অধরে

পিয়ে সুখা প্রাণ তরে।

প্রেম-সোহাসে প্রেম-অনুরাগে

আদরে মনচোরে ॥

আবেশে বিভোরা, আপন হারা,

প্রেমিক-প্রাণ প্রেমে হাতুয়ারা

যাও দেখে যাও ছবি এঁকে নাও

য়েখো এমনি করে সোহাগ ভরে

মনচোরে বেধ প্রেমডোরে ॥

যবলিকা-পতন

